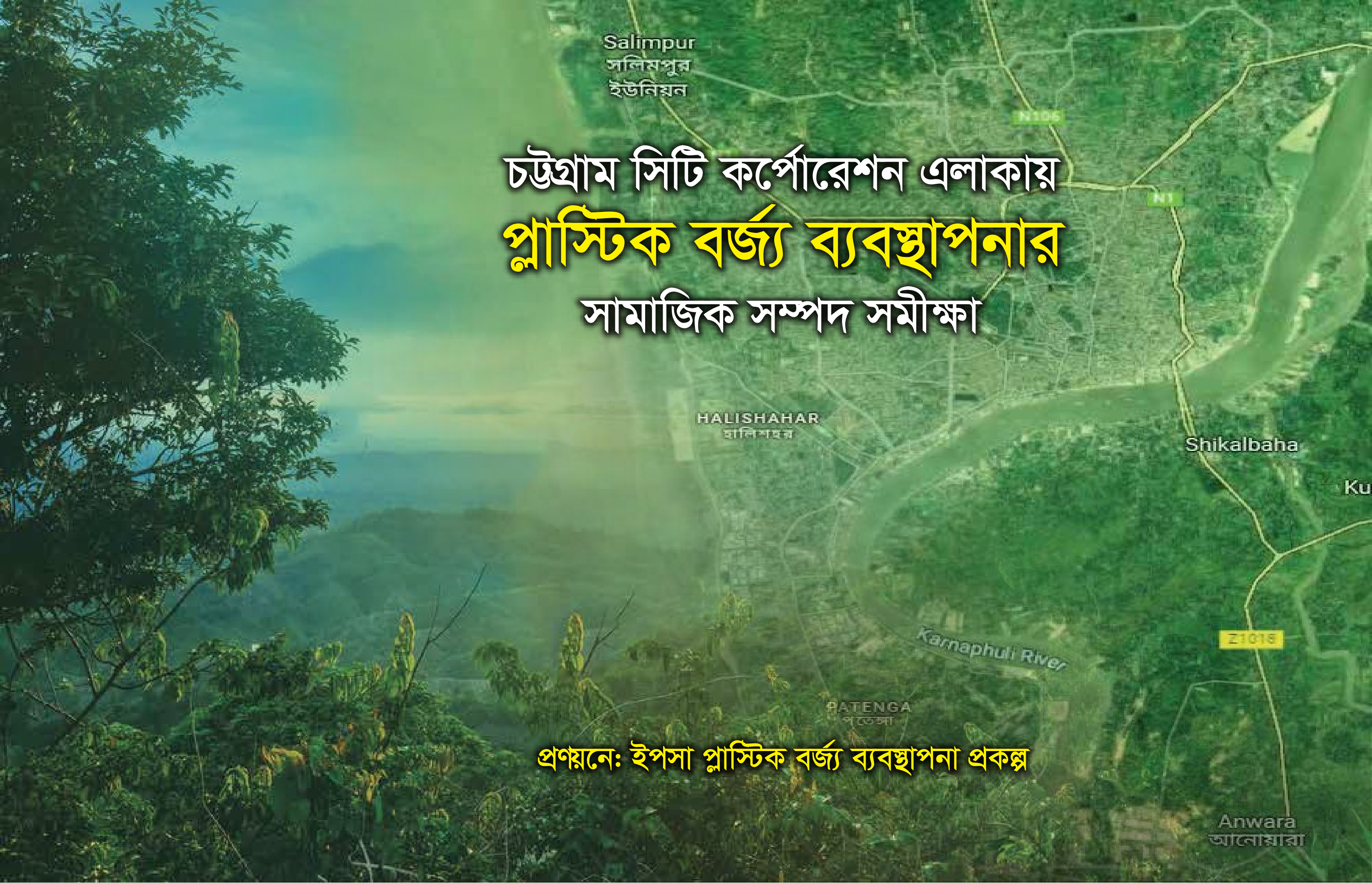

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায়
প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার
সামাজিক সম্পদ সমীক্ষা

প্রণয়নে: ইপসা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

বাস্তবায়নে:

ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন)

সহযোগিতায়:

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড

সম্পাদনা উপদেষ্টা

মোঃ আরিফুর রহমান, প্রধান নির্বাহী, ইপসা।

পরামর্শক

ড. শামসুন্নাহার চৌধুরী (লোপা), সদস্য, ইপসা সাধারণ পরিষদ
মোহাম্মদ শাহজাহান, পরিচালক (KM4D), ইপসা
নাছিম বানু, পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন), ইপসা

সম্পাদনায়

মো. আব্দুস সবুর, ফোকাল পারসন, ইপসা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।
সৈয়দ আশ্রাফ উল্লাহ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ইপসা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।
মুহাম্মদ আবু তাহের, কোর্ডিনেটর, মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন, ইপসা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।

কৃতজ্ঞতায়

সেবু বড়ুয়া, মুহাম্মদ সাখাওয়াত ইসলাম, জয়নাল আবেদিন, শাহিনুর রহমান, মো: মজিবুল হক, ইশতিয়াক উদ্দিন, ইলিয়াস হোসেন, সেলিম উদ্দিন, কাজী সাদিফ বিন আশ্রাফ, হেলাল উদ্দিন, মো: শাহেদ উদ্দিন, মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন, সুমাইয়া তাহসিন ও আফরা নাওয়ার রহমান ।

সম্পাদনাকাল

ডিসেম্বর ২০২২

মো. আরিফুর রহমান
প্রধান নির্বাহী, ইপসা

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন ইপসা ১৯৮৫ সাল থেকে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন ও অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৃহত্তর চট্টগ্রাম বিভাগে কাজ করে যাচ্ছে। ইপসা-স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবাধিকার ও সুশাসন, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মানবিক সাড়াদান কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সরকারের সাথে সমন্বয় সাধন করে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ইপসা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাল্যবিবাহরোধ, যুব নেতৃত্বের বিকাশ, মানবপাচাররোধ ও নিরাপদ অভিবাসন, তামাক নিয়ন্ত্রণ, নগরের পরিবেশ সংরক্ষণ, সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝুকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণের দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে কাজ করে আসছে।

সম্প্রতি ইপসা, ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড এর আর্থিক সহযোগিতায় ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে, চট্টগ্রাম নগরী'র ৪১টি ওয়ার্ডে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণে প্রকল্প গ্রহণ করেছে। উক্ত প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো গৃহস্থালি পর্যায়ে বর্জ্য পৃথকীকরণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের পাশাপাশি প্লাস্টিক/পলিথিন বর্জ্য সংগ্রহে বর্জ্য সংগ্রহকারীদের অনুপ্রাণিত করা, প্লাস্টিক পলিথিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ওয়ার্ড ভিত্তিক মডেল তৈরি করা, সিটি কর্পোরেশনের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণে যৌথভাবে কাজ করা।

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, ইপসা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সামাজিক সম্পদ সমীক্ষার মানচিত্রের বুকলেট তৈরি করেছে।

উক্ত সামাজিক মানচিত্রে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন সামাজিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের অবস্থান ভৌগলিক সীমারেখা দ্বারা নির্ধারণ করা হয়েছে। বুকলেটটিতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে বর্জ্য সংগ্রহকারী, ভাংগারি দোকান, রিসাইকেলার, ওয়ার্ড পর্যায়ে কনটেইনার বিন, ডাস্টবিন, এসটিএস ও ডাম্পিং স্টেশনের সংখ্যা ও অবস্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এটি একটি উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল কৌশল। উক্ত সামাজিক মানচিত্র বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে ।

আমাদের প্রিয় চট্টগ্রাম শহরের পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

মুহাম্মদ আবুল হাসেম

উপ-সচিব
প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা (অ: দা:)
ও পিএস টু মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

নগরের পরিবেশ সংরক্ষণে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন তার সীমিত সম্পদের মধ্যে এই কাজটি নিয়মিতভাবে করে আসছে। সিটি কর্পোরেশন উৎস পয়েন্ট থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে সিটি কর্পোরেশনের নির্ধারিত ল্যান্ডফিল্ডে ডাম্পিং করে আসছে। চট্টগ্রাম শহরে উৎপাদিত কঠিন বর্জ্যের মধ্যে প্লাস্টিক বর্জ্য একটি বড় অংশ। প্লাস্টিক অপচঁনশীল, পুনরায় ব্যবহারযোগ্য ও প্রকৃতিতে মিশে যেতে অনেক সময় লাগে। প্রকৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এইসব প্লাস্টিক ও পলিথিন বর্জ্য নগরের জলাবদ্ধতা তৈরীর অন্যতম কারণ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। অব্যবস্থাপনাকৃত প্লাস্টিক-পলিথিন সংগ্রহ করে পুনরায় ব্যবহারযোগ্যকরণে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নামক যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে তা চট্টগ্রাম শহরের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম হিসেবে ইপসা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৪১টি ওয়ার্ডের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সামাজিক সম্পদের একটি বুকলেট তৈরি করেছে যা একটি অভিনব উদ্যোগ ও প্রশংসার দাবিদার। আমার বিশ্বাস উক্ত বুকলেটটি চট্টগ্রাম শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে। সর্বোপরি চট্টগ্রাম শহরের পরিবেশ সংরক্ষণে ও সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সিটি কর্পোরেশনের পাশাপাশি অন্যান্য বেসরকারী সংগঠন ও নাগরিকদের এগিয়ে আসা উচিত বলে আমি মনে করি।

মো: মোবারক আলী

কাউন্সিলর, ৭ নং পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ড
ও
সভাপতি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২১ প্রণীত হওয়ার পর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব হিসেবে ক্ষতিকর প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহে ভূমিকা রাখার ব্যাপারে আইনগত বাধ্যবাধকতা দেওয়া হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ইপসা ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেডের আর্থিক সহযোগিতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সর্বপ্রথম ক্ষতিকর প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহের কার্যক্রম শুরু করেছে। এই উদ্যোগটি অত্যন্ত প্রশংসার দাবিদার এবং রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলে আমি মনে করি যা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। এই কার্যক্রম সুচারুরূপে পালনের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড ভিত্তিক ম্যাপ তৈরি এবং কৌশল নির্ধারণে এই বুকলেট নিঃসন্দেহে অনন্য ভূমিকা পালন করবে। এটি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ক্ষতিকর প্লাস্টিক বর্জ্যসহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

সম্পাদকীয়

চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী ও বাণিজ্যিক রাজধানী। জীবন ও জীবিকার তাগিদে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিয়ত মানুষ এই শহরে ভিড় জমাচ্ছে। ধারণা করা হয় বর্তমানে এই শহরে প্রায় ৬০-৭০ লক্ষ মানুষের বসবাস। বেসরকারি সূত্র মতে চট্টগ্রাম সিটিতে প্রতিদিন প্রায় ২৫০০ টন কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয়, যার প্রায় ৮ শতাংশ হলো প্লাস্টিক বর্জ্য। শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি এই কঠিন বর্জ্যের উৎপাদন ক্রম বৃদ্ধিমান। নগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্ব চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের। ইপসা'র অভিজ্ঞতায় দেখা যায় শহরের উৎপাদিত বর্জ্যের কিছু অংশ ব্যবস্থাপনার বাইরে থেকে যায়। এই অব্যবস্থাপনাকৃত বর্জ্য শহরের পরিবেশের উপর বিশাল প্রভাব ফেলছে। যেমন পানি নিষ্কাশনে বাধা সৃষ্টি, জলাবদ্ধতা তৈরী হয়, স্বাস্থ্য ঝুঁকি, বায়ু দূষণ, পানি দূষণ ও চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। অব্যবস্থাপনাকৃত বর্জ্যের মধ্যে অপঁচনশীল বর্জ্য (প্লাস্টিক, পলিথিন ও অন্যান্য) পরিবেশের উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলছে। ইপসা'র সমীক্ষায় দেখা যায়, বর্জ্য সংগ্রহকারীরা প্লাস্টিক সংগ্রহ করলেও হালকা পলিথিন সংগ্রহে অনীহা রয়েছে। তাদের ভাষ্য মতে এই পলিথিন ময়লাযুক্ত, হালকা ও বিশেষ অর্থনৈতিক মূল্য নেই। এই সব পলিথিন বর্জ্য ভাংগারী ব্যবসায়ীরা ক্রয় করতে অনাগ্রহ দেখান। ইপসা চট্টগ্রাম নগরীর রিসাইকেলারদের সাথে আলোচনা করে বুঝতে পারল যে, প্লাস্টিক বর্জ্যের পাশাপাশি হালকা পলিথিন বর্জ্যের বিশেষ চাহিদা ও বাজার মূল্য রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে, ইপসা চট্টগ্রাম নগরীর প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উন্নত করণে প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের অন্যতম কৌশল হল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সামাজিক সম্পদ সমীক্ষা নির্ণয়। এই সমীক্ষার মাধ্যমে চট্টগ্রাম শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও বর্জ্য সংগ্রহকারী, ভাংগারি দোকান, রিসাইকেলার, ওয়ার্ড পর্যায়ে কনটেইনার বিন, ডাস্টবিন, এসটিএস ও ডাম্পিং স্টেশনের সংখ্যা ও অবস্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। সামাজিক মানচিত্র অংকন করতে গিয়ে ইপসা চট্টগ্রাম শহরে প্রায় দুই হাজারের মত ছোট- বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করেছে, প্রায় তেরশ ছোট বড় ডাস্টবিন চিহ্নিত করেছে। পাশাপাশি ছয়টি সেকেন্ডারি ট্রান্সফরমেশন সিস্টেম (এসটিএস) ও দুইটি ল্যান্ড ফিল্ড চিহ্নিত করেছে। এছাড়াও প্রায় সাড়ে পাঁচশ ভাংগারি দোকান/ স্ক্রাপ ব্যবসায়ী/ ক্লিনিং সার্ভিস অর্গানিজেশন, তিন হাজার পাঁচশত সরকারী বর্জ্য সংগ্রহকারী/পরিচ্ছন্নকর্মী এবং পাঁচ হাজার বেসরকারী বর্জ্য সংগ্রহকারীদের অবস্থান ও সংখ্যা চিহ্নিত করেছে। ইপসা কর্মীদের মাধ্যমে এই সামাজিক সম্পদ মানচিত্র নির্ণয় করেছে। উক্ত মানচিত্রটি নির্ণয় করতে গিয়ে ইপসা সিটি কর্পোরেশন, সুশীল সমাজ ও যুবদের সহযোগিতা গ্রহণ করেছে। উক্ত সামাজিক সম্পদ মানচিত্রের বুকলেটটি প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজ করেছে এবং ভবিষ্যতে নগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এই বুকলেটটি পাথেয় হিসেবে কাজ করবে।

মো.আব্দুস সবুর, ফোকাল পারসন, ইপসা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।
সৈয়দ আশ্রাফ উল্লাহ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ইপসা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।
মুহাম্মদ আবু তাহের, কোর্ডিনেটর, মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন, ইপসা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।

ভূমিকা

সামাজিক সম্পদ মানচিত্র সমীক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে সমাজে বসবাসকারী মানুষের অংশগ্রহণে ঐ সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, তথ্য ও সেবার ধরন মানচিত্রের মাধ্যমে উঠে আসে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সামাজিক সম্পদ সমীক্ষার মাধ্যমে চট্টগ্রাম নগরে ৪১টি ওয়ার্ডের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নাম, তথ্যের পাশাপশি ডাস্টবিনের (কংক্রিট বিন, ওপেন স্পট, কন্টেইনার স্পট, প্লাস্টিক বিন স্পট) অবস্থান, সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন (এসটিএস) এর অবস্থান, ডাম্পিং পয়েন্ট এর অবস্থান, বর্জ্য সংগ্রহকারী, ভাঙ্গারী দোকান ও রিসাইকেলারদের সংখ্যা ও অবস্থান তুলে ধরা হয়। ইপসা সামাজিক মানচিত্র অংকন করতে গিয়ে স্থানীয় জনগণ, ওয়ার্ড সচিব, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, যুব নেতা, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা ও স্থানীয় কাউন্সিলরের সহায়তা গ্রহণ করেছে। ইপসা মনে করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া। এখানে সিটি কর্পোরেশনের বাইরে ও সমাজের প্রতিটি বাসিন্দার অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সবার সহযোগিতার মাধ্যমে নগরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে উন্নত করা সম্ভব। ইপসা মনে করে নগরের সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে উন্নতকরণে এই সম্পদ সমীক্ষাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৪১টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত এবং এর আয়তন প্রায় ১৫৫.৪ বর্গ কিমি। বর্তমানে চট্টগ্রাম শহরে প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষের বসবাস। বেসরকারি সূত্রমতে চট্টগ্রাম নগরে প্রতিদিন প্রায় ২৫০০ টন কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয়, যার প্রায় ৮ শতাংশ হলো প্লাস্টিক বর্জ্য। এই উৎপাদিত কঠিন বর্জ্যের ৭৫% সংগৃহীত হয় বাকী অংশ ব্যবস্থাপনার বাইরে থেকে যায়। এই অব্যবস্থাপনাকৃত বর্জ্য শহরের পরিবেশের উপর বিশাল প্রভাব ফেলছে। যেমন পানি নিষ্কাশনে বাধা সৃষ্টি, জলাবদ্ধতা তৈরী হয় ও চলাচলে প্রতিবন্ধকতা ঘটে।

ইপসা'র গবেষণায় দেখা যায়, বর্জ্য বাছাইকারীরা (সেবক) পলিথিন বর্জ্য (পিপি) সংগ্রহ করতে চায়না। কারণ এসব পলিথিন হালকা এবং অর্থনৈতিক মূল্য কম। বর্জ্য সংগ্রহকারীরা মনে করে উৎস পয়েন্ট (বাসাবাড়ি, এসটিএস, ডাম্পিং পয়েন্ট) হতে সারা দিনে তিন থেকে চার কেজির বেশি পলিথিন বর্জ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়না। তাছাড়া বেশির ভাগ পলিথিন ময়লা যুক্ত থাকে। এসব ময়লাযুক্ত পলিথিন স্ক্রাপ/ ভাংগারি ব্যবসায়ীরা ক্রয় করতে অনাগ্রহ দেখিয়ে থাকেন। এসব কারণে চট্টগ্রাম শহরে পলিথিন বর্জ্য সংগ্রহ কম হয়ে থাকে। অসংগৃহীত পলিথিন বর্জ্যসমূহ শহরের বিভিন্ন জায়গা (নালা, নর্দমা, ডুবা, ড্রেইন ও রাস্তায়) পরে থাকতে দেখা যায়। যার ফলে এই সব পলিথিনের শেষ পরিণয় হয়ে থাকে খাল, নদী ও সাগর। ফলশ্রুতিতে শহরের সামান্য বৃষ্টিতে ব্যাপক জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় ও পরিবেশ দূষিত হয়।

ইপসা পরিকল্পনা করে দেখলো যদি এইসব পরিত্যক্ত পলিথিন/প্লাস্টিক বর্জ্য শহর থেকে সংগ্রহ করা যায় এবং প্লাস্টিক রিসাইক্লারদের নিকট পৌছানো যায় তাহলে এইসব অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত পলিথিনসমূহ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আওতায় আসবে এবং প্লাস্টিক/পলিথিন বর্জ্য সংগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে লাভবান হবে। পাশাপশি পূর্ণ প্রক্রিয়াজাত পলিথিন/প্লাস্টিক স্থানীয় বাজারের চাহিদা পূরণ করবে এবং বাজারে ভার্জিন পলিথিন/প্লাস্টিক প্রবেশ কমিয়ে আনবে। যা সরকারের এ্যকশান প্লান ফর প্লাস্টিক ম্যানেজমেন্ট (২০২১-২০৩০) এর সম্পূরক (২০৩০ সালের মধ্যে বাজারে ৫০% ভার্জিন প্লাস্টিক অনুপ্রবেশ কমিয়ে আনা)। সর্বোপরি চট্টগ্রাম শহরে জলাবদ্ধতা অনেকটা কমে আসবে এবং শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। সেই প্রেক্ষাপটে ইপসা, ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড এর আর্থিক সহযোগিতায় ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে চট্টগ্রাম নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ইপসা বিশ্বাস করে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সামাজিক সম্পদ মানচিত্রটি প্রকল্পের করণীয় নির্ধারনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে এবং ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম নগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গাইডলাইন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সামাজিক সম্পদ মানচিত্র কি

সামাজিক সম্পদ মানচিত্র এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে সমাজের সামাজিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের অবস্থান ভৌগলিক সীমারেখা দ্বারা নির্ণয় করা হয়। ইপসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজের প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদের পাশাপাশি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত সম্পদগুলো নির্ণয় করা হয়েছে। যেমন সমাজে ডাস্টবিনের (কংক্রিট বিন, ওপেন স্পট, কন্টেইনার স্পট, প্লাস্টিক বিন স্পট) অবস্থান, সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন (এসটিএস) এর অবস্থান, ডাম্পিং পয়েন্ট এর অবস্থান, বর্জ্য সংগ্রহকারী, ভাঙ্গারী দোকান ও রিসাইকেলারদের সংখ্যা ও অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সামাজিক সম্পদ মানচিত্রের ব্যবহার

সামাজিক সম্পদ মানচিত্রটি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যক্রমে বিশেষ সহায়ক হিসেবে কাজ করবে । এছাড়াও উক্ত সামাজিক সম্পদ মানচিত্রটি নিম্মোক্ত কার্যক্রমে ব্যবহার হতে পারে। যেমন,

১. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৪১টি ওয়ার্ডের অবস্থান নির্ণয় ।
২. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার বিখ্যাত স্থাপনা, ঐতিহাসিক স্থান, জনসংখ্যা ও প্রধান আবাসিক এলাকা সম্পর্কে ধারণা ।
৩. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রধান সড়ক, হাসপাতাল ও জরুরী সেবা সম্পর্কে ধারণা ।
৪. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ডাস্টবিন, এসটিএস ও ল্যান্ড ফিল্ড সম্পর্কে ধারণা ।
৫. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার বর্জ্য সংগ্রহকারী, ভাংগারির দোকান ও রিসাইকেলারদের সংখ্যা ও অবস্থান সম্পর্কে ধারণা ।
৬. নগরীর সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার গাইডলাইন হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সামাজিক সম্পদ মানচিত্র অংকনের কৌশল

১. অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি
২. দলীয় পদ্ধতি
৩. সম্পদের সদ্ব্যবহার নীতি
৪. মূল্যায়ন নীতি
৫. স্থান ও সময় নির্ধারণ
৬. সামাজিক মানচিত্রের ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা অবহিত করা
৭. সামাজিক মানচিত্র অংকনের কৌশল বর্ণনা করা
৮. নিজেদের মধ্যে জ্ঞাত পরিস্থিতির অনুসরণ ও উপলব্ধি সৃষ্টির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহিত করা
৯. সমাজে সম্পদের ধরন ও অংশগ্রহনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সামাজিক সম্পদ মানচিত্রে যে সব বিষয় অংকন করা হয়েছে।

১. সীমানা নির্ধারন
২. বিখ্যাত রাস্তা
৩. উল্লেখযোগ্য বাজার ও শপিং সেন্টার
৪. কাউন্সিলর অফিস
৫. ডাকঘর
৬. হাসপাতাল
৭. আবাসিক হোটেল
৮. খেলার মাঠ
৯. নালা/খাল/ নর্দমা/ নদী
১০. বাস স্টেশন
১১. ফিলিং স্টেশন
১২. জেটিঘাট
১৩. আবহাওয়া অফিস
১৪. বন্দর কর্তৃপক্ষ
১৫. ঐতিহাসিক ও বিখ্যাত স্থাপনা
১৬. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্থাপনা
১৭. জাদুঘর
১৮. জেল/কারাগার
১৯. বিখ্যাত সেতু
২০. সমুদ্র সৈকত

২১. সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
২২. বিশেষ বাড়ী সমূহ (নামসহ- প্রকল্পের চাহিদা অনুযায়ী)
২৩. বিশেষ পাড়া সমূহ (নামসহ)
২৪. পুকুর ও দীঘি
২৫. সংবাদপত্র অফিস
২৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: সরকারি ও বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়
২৭. সমিতি/ক্লাব/ওয়ার্ড অফিস
২৮. সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
২৯. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও খেয়াং)
৩০. খেলার মাঠ
৩১. ফসলী/অনাবাদী জমি
৩২. ভাংগারি/ স্ক্রাপ ব্যবসায়ী/ ক্লিনিং সার্ভিস অর্গানিজেশনের স্থান
৩৩. বর্জ্য সংগ্রহকারীদের সম্ভাব্য অবস্থান

৩৪. রিসাইক্যালার ও ম্যানুফ্যাকচার প্রতিষ্ঠানের স্থান
৩৫. বিন (ময়লা নিস্কাশন এর স্থান: ডাস্টবিন/ ডাম্পার/এসটিএস/ ল্যান্ডফিল্ড/ ইটের ডাস্টবিন/ উন্মুক্ত স্থান) অবস্থান নির্ধারন
৩৬. কল কারখানা ও গার্মেন্টস
৩৭. বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
৩৮. ব্যাংক
৩৯. পাবলিক টয়লেট
৪০. বিমান বন্দর
৪১. পুলিশ স্টেশন
৪২. রেল স্টেশন
৪৩. নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র
৪৪. কবরস্থান ও সমাধিস্থান
৪৫. বিনোদন স্থান (পাক, চিড়িয়াখানা, লেক, পর্যটন স্থান)
৪৬. বিখ্যাত পাহাড় ও গাছপালা

এক নজরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৪১টি ওয়ার্ডের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চিত্র

ওয়ার্ডের নাম	ওয়ার্ডের অবস্থান	জনসংখ্যা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ডাস্টবিন	ল্যান্ড ফিল্ড /এসটিএস	ভাংগারির দোকান (সিএসও)	বর্জ্য সংগ্রহকারী সরকারি	বর্জ্য সংগ্রহকারী বেসরকারি	মোট বর্জ্য সংগ্রহ (দিন/টন)	বিখ্যাত স্থাপনা
০১ নং দক্ষিণ পাহাড়তলী	চৌধুরী স্টেশন রোড	৫৩২৬৯	৪৬	১		১৬	৭০	১৫০	২১.৫৫	শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী সেবাশ্রম, সত্য সাহা জমিদার বাড়ী, ঠান্ডাছড়ি সিটি কর্পোরেশন পার্ক, চট্টগ্রাম সেনানিবাস , ক্যাফে ২৪, বিআরটিসি
০২ নং জালালাবাদ	খাজা রোড, কুলগাঁও	২৫১৭৬১	১৬২	৩৬	১	১৮	৬৫	১৭০	১০১.৮৪	বায়েজিদ বোস্তামী মাজার, বাংলাদেশ ক্যামিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্সটিটিউট, বায়েজিদ ল্যান্ডফিল্ড, ঐতিহাসিক জালালাবাদ পাহাড়, বাংলাদেশ চা বোর্ড
০৩ নং পাঁচলাইশ	চালিতাতলী বাজারের উত্তর পাশে	১২৪৭৩১	৬৭	২১		১৭	৬৬	১৫০	৫০.৪৬	চট্টগ্রাম এভারকেয়ার হসপিটাল, আশেকানে আউলিয়া মাদ্রাসা, গায়েবী মসজিদ
০৪ নং চান্দগাঁও	পুরাতন চান্দগাঁও থানার পাশে	২০০২১৭	৬৮	১৬	১	১৬	৯৭	১০০	৮০.৯৯	কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র, কালুরঘাট সেতু, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প সংস্থা, স্বাধীনতা কমপ্লেক্স, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
০৫ নং মোহরা	মধ্যম মোহরা ওয়াসা রোড	১৩৩০০০	৭৯	১০		১৭	৫৩	১৩০	৫৩.৮০	কালুরঘাট সেতু, হালদা নদীর মোহনা, বিসিক শিল্প এলাকা
০৬ নং পূর্ব ষোলশহর	৮৮৩ এস এন জি মার্কেট বহদ্দারহাট	১২৪৮৪৯	৪৬	৩৩	১	১৫	৬৭	১২০	৫০.৫০	বৃহত্তর বহদ্দারহাট বাস টার্মিনাল, ওয়াছিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা

এক নজরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৪১টি ওয়ার্ডের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চিত্র

ওয়ার্ডের নাম	ওয়ার্ডের অবস্থান	জনসংখ্যা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ডাস্টবিন	ল্যান্ড ফিল্ড /এসটিএস	ভাংগারির দোকান (সিএসও)	বর্জ্য সংগ্রহকারী সরকারি	বর্জ্য সংগ্রহকারী বেসরকারি	মোট বর্জ্য সংগ্রহ (দিন/টন)	বিখ্যাত স্থাপনা
০৭ নং পশ্চিম ষোলশহর	বিবির হাট	৩৪৭২৬৪	৭৭	১৭		১৩	৮৭	১৩০	১৪০.৪৮	ষোলশহর রেল স্টেশন, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া
০৮ নং শুলক বহর	মির্জার পুল	২৬৮৭৯২	৪২	৭৯		১৭	৭৮	১২০	১০৮.৭৩	ষোলশহর রেল স্টেশন, প্রবর্তক ইসকন মন্দির, সরকারি পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট
০৯ নং উত্তর পাহাড়তলী	পশ্চিম ফিরোজশাহ	১৪০১৮৪	৭০	১৭		১৭	৭৩	১৫০	৫৬.৭১	চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম চক্ষু হসপিটাল ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
১০নং উত্তর কাট্টলী	কর্ণেল জোনস রোড	৭০৪৩৬	৪৮	১০৫	১	৪	৭৮	১৪০	২৮.৪৯	ফয়েজলেক, চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানা, ইউএসটিসি
১১নং দক্ষিণ কাট্টলী	ফইল্যাতলী বাজার	১৯২৫৫৭	৩৪	১০		১২	৪৩	১৫০	৭৭.৮৯	প্রাণহরি জমিদার বাড়ী, রানী রাসমনি ফিসারী ঘাট, দক্ষিণ কাট্টলি সাগর পাড়, সাগরিকা স্টেডিয়াম
১২ নং সরাইপাড়া	ডিটি রোড	১৪৪৪৩৪	৪০	৪৩		১৩	৭২	১৪০	৫৮.৪৩	পুরাতন বি .ডি.আর ক্যাম্প , মাস্টার দিঘি
১৩ নং পাহাড়তলী	ফ্লোরা খুলশী আ/এ	১৮৬০৯৮	৩০	৬৯		১৫	৭৪	১২০	৭৫.২৮	রেলওয়ে জাদুঘর, রেলওয়ে সিনেমা হল, রেল কারখানা, ডায়াবেটিস হাসপাতাল রেলওয়ে পুলিশ লাইন, ইউরোপীয়ান ক্লাব, বাংলাদেশ রেলওয়ে জাদুঘর, আবহাওয়া অফিস, পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
১৪ নং লালখান বাজার	লালখান বাজার	২০৮৮৮৫	২৮	৪৬	১	১৪	৭০	১৮০	৮৪.৫০	দামপাড়া পুলিশ লাইন চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, সার্কিট হাউস
১৫ নং বাগমনিরাম	কাজীর দেওরী	৭৭১৪৪	৩৭	৪৩		৫	৯০	২৩	৩১.২১	এম এ আজিজ স্টেডিয়াম, ওয়ার সেমেট্রি, গোল পাহাড়, এশিয়ান ওমেন ইউনিভার্সিটি, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদ

এক নজরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৪১টি ওয়ার্ডের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চিত্র

ওয়ার্ডের নাম	ওয়ার্ডের অবস্থান	জনসংখ্যা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ডাস্টবিন	ল্যান্ড ফিল্ড /এসটিএস	ভাংগারির দোকান (সিএসও)	বর্জ্য সংগ্রহকারী সরকারি	বর্জ্য সংগ্রহকারী বেসরকারি	মোট বর্জ্য সংগ্রহ (দিন/টন)	বিখ্যাত স্থাপনা
১৬ নং চকবাজার	কাপাসগোলা	৯০১৬৫	৭০	৫৩		১৩	৯৬	১২৮	৩৬.৪৭	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, হযরত মিসকিন শাহ মাজার, চট্টগ্রাম কলেজ, প্যারেড ময়দান, অলি খাঁ মসজিদ, চন্দনপুরা মসজিদ, হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ
১৭ নং পশ্চিম বাকলিয়া	ডিসি রোড	১৬৩৮৯৬	২১	১১		১২	৬১	১৪০	৬৬.৩০	বাকলিয়া সরকারি কলেজ, কামালে ইশকে মোস্তফা মাদ্রাসা
১৮ নং পূর্ব বাকলিয়া	৬৮৭/১২২৮ মিয়া খান রোড	১১৭০৪৮	৪১	১১		১৩	৫৬	১৩০	৪৭.৩৫	পূর্ব বাকলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, আব্দুল বারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
১৯নং দক্ষিণ বাকলিয়া	বাদিয়ার টেক	১৪২৫১৯	২৬	১১		১৮	৫৮	১৩০	৫৭.৬৫	বেলোয়ার খান জামে মসজিদ. মিয়াখান নগর ব্রিজ, ইউসেপ টেকনিক্যাল স্কুল
২০নং দেওয়ান বাজার	নবাব সিরাজুদ্দৌলা রোড	৫৩৩৩৩	২২	১০		৮	৭৮	১৩০	২১.৫৭	অনুকুল ঠাকরের মন্দির. মাছুয়া ঝরণা
২১ নং জামাল খান	৮৯, মোমিন রোড	৫৯০৮২	২৫	৩১		৭	৪৫	৫০	২৩.৯০	চেরাগী পাহাড়, ডিসি হিল, প্রেস ক্লাব, ডা. খাস্তগীর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
২২ নং এনায়েত বাজার	গোয়াল পাড়া	৬২১৩৭	২৯	৩১		১২	৪৪	১০০	২৫.১৪	নির্বাচন কমিশন অফিস, সিআরবি, রেলওয়ে বক্ষব্যাধি হাসপাতাল
২৩ নং উত্তর পাঠানটুলী	ধনিয়ালাপাড়া	৬৯৪২০	২৬	১৪		১৫	৯২	১০০	২৮.০৮	হোটেল আগ্রাবাদ, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, চট্টগ্রাম
২৪ নং উত্তর আগ্রাবাদ	মুহুরী পাড়া	১৯৮০৬৪	১২৫	৪৬		১১	৬৩	১১০	৮০.১২	চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল, জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, জাম্বুরী পার্ক, আমেরিকান হাসপাতাল

এক নজরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৪১টি ওয়ার্ডের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চিত্র

ওয়ার্ডের নাম	ওয়ার্ডের অবস্থান	জনসংখ্যা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ডাস্টবিন	ল্যান্ড ফিল্ড /এসটিএস	ভাংগারির দোকান (সিএসও)	বর্জ্য সংগ্রহকারী সরকারি	বর্জ্য সংগ্রহকারী বেসরকারি	মোট বর্জ্য সংগ্রহ (দিন/টন)	বিখ্যাত স্থাপনা
২৫ নং রামপুর	১নং পানিরকল	৯৩২৬৪	২৫	৩১		৭	৪৫	৫০	৩৭.৭৩	রুপসা বেকারী, ইয়াকুব আলী স্কুল, ওয়াপদা, এসি মসজিদ
২৬ নং উত্তর হালিশহর	বি-ব্লক জাতীয়	৯১৩৪১	২৪	৫০		১৪	৬০	১১০	৩৬.৯৫	আসগর আলী চৌধুরী জামে মসজিদ, মহিলা পলিটেকনিক কলেজ, বড়পুল বজ্রকণ্ঠ.হালিশহর ক্যান্টনমেন্ট, বিহারী কবরস্থান, হালিশহর সমুদ্র সৈকত
২৭ নং দক্ষিণ আগ্রাবাদ	রোড নং ২৩, সিডি আবাসিক এলাকা	১১০৭২২	৩৪	৮৮		১৬	৮৩	১০০	৪৪.৭৯	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প সংস্থা, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ বেতার, আগ্রাবাদ ডেবা
২৮ নং পাঠানতুলী	মগ পুকুর পাড়	৭৯৪৮১	৩১	৩৫		১৫	৫৫	৯০	৩২.১৫	সরকারি কমার্স কলেজ
২৯ নং পশ্চিম মাদারবাড়ি	১৭১ ডিটি রোড, পশ্চিম মাদারবাড়ি	৯৮৪৯১	৪১	১৫	১	১৩	৬৮	১১০	৩৯.৮৪	শুভপুর বাস স্টেশন
৩০ নং পূর্ব মাদারবাড়ি	নছু মালুম লেইন	৮৮৪৭২	৩২	২০		১৩	৮৭	১১০	৩৫.৭৯	মাঝির ঘাট, চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন, সদরঘাট, ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
৩১ নং আলকরণ	মিউনিসিপ্যাল শপিং কমপ্লেক্স	৩১৮৮৭	১২	২৫		১৫	১১৬	১২০	১২.৯০	নিউমার্কেট, মেমন মাতৃসদন হাসপাতাল
৩২ নং আন্দরকিল্লা	চসিক হার্ডওয়্যার মার্কেট	৩৮৪০৯	৩২	২৩		১৬	৯৭	১০০	১৫.৫৪	চট্টগ্রাম জেলা কারাগার, লালদিঘি, চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিং, শাহ আমানত (রাঃ) এর মাজার

এক নজরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৪১টি ওয়ার্ডের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চিত্র

ওয়ার্ডের নাম	ওয়ার্ডের অবস্থান	জনসংখ্যা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ডাস্টবিন	ল্যান্ড ফিল্ড /এসটিএস	ভাংগারির দোকান (সিএসও)	বর্জ্য সংগ্রহকারী সরকারি	বর্জ্য সংগ্রহকারী বেসরকারি	মোট বর্জ্য সংগ্রহ (দিন/টন)	বিখ্যাত স্থাপনা
৩৩ নং ফিরিঙ্গ বাজার	ফিরিঙ্গী বাজার মোড়	৫১৮৯২	২১	২০		১৫	৮৭	১০০	২০.৯৯	অভয়মিত্র ঘাট, চট্টগ্রাম মেরিন ড্রাইভ
৩৪ নং পাথরঘাটা	ইকবাল রোড ৪০৭ নং পোড়াভিটা	৬৭৮৪২	২৩	১৯		১১	৬৬	১৩০	২৭.৪৪	পাথরঘাটা গীর্জা, পাথরঘাটা মহিলা কলেজ, ফিশারীঘাট
৩৫ নং বক্সিরহাট	সাগরিকা রোড	৬০৭৪৫	১৫	১৮		৫	৭৪	৩১	২৪.৫৭	শাহ আমানত সেতু, চাক্তাই খাল, খাতুনগঞ্জ
৩৬ নং গোসাইল ডাঙ্গা	উত্তর-মধ্যম হালিশহর	৭৮৭৩৫	২৯	২৭	১	৪	৬৫	১৩০	৩১.৮৫	জেটি ঘাট, বারিক মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, বারিক বিল্ডিং
৩৭ নং উত্তর-মধ্যম হালিশহর	সল্টগোলা ক্রসিং বন্দরটিলা	৭১৯৯১	৬০	৩৬		২০	৬৬	১৭১	২৯.১২	ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, আনন্দবাজার ল্যান্ডফিল্ড
৩৮ নং দক্ষিণ মধ্যম হালিশহর	কাটগড়, উত্তর পতেঙ্গা	১১৭১৯৬	২৭	১৮		১৩	৬০	১২০	৪৭.৪১	চট্টগ্রাম বন্দর, মাদ্‌রাসা এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা
৩৯ নং দক্ষিণ হালিশহর	বটতলা মাইজ পাড়া	১৮৮৬৮০	২২	৫৯		১৩	৬৫	১৩৩	৭৬.৩৩	নেভিপোর্ট, বানৌজা ঈসা খান
৪০ নং উত্তর পতেঙ্গা		১৩৭৮৯৯	৩৯	৫৭		১২	৬০	১৯০	৫৫.৭৮	গোল্ডেন বিচ, সমুদ্র সৈকত
৪১ নং দক্ষিণ পতেঙ্গা		৮১৮১১	৩১	৯		১১	৭০	৭৬	৩৩.০৯	পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত, বঙ্গবন্ধু টানেল, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর

তথ্যসূত্র: ওয়েস্ট রিপোর্ট, ২০১৯-২০ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও ইপসা'র মাঠকর্মী কর্তৃক সংগৃহীত।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ০১নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

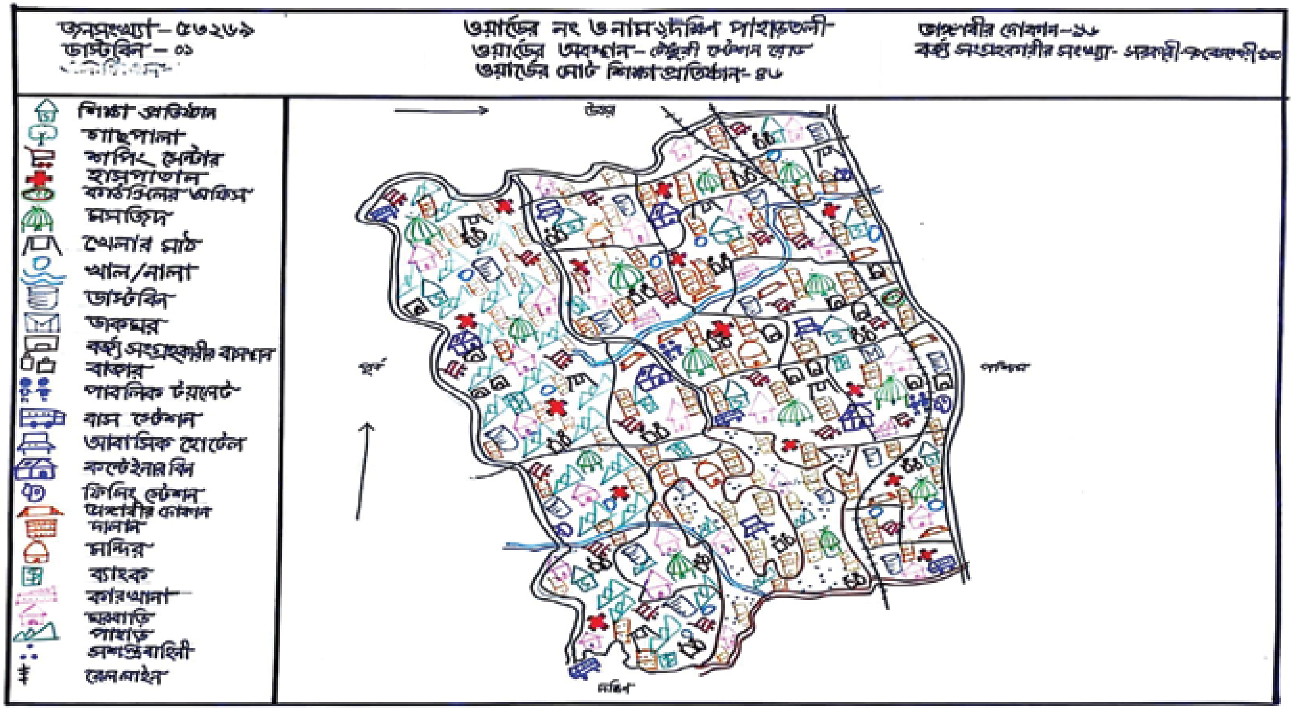

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ০২নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

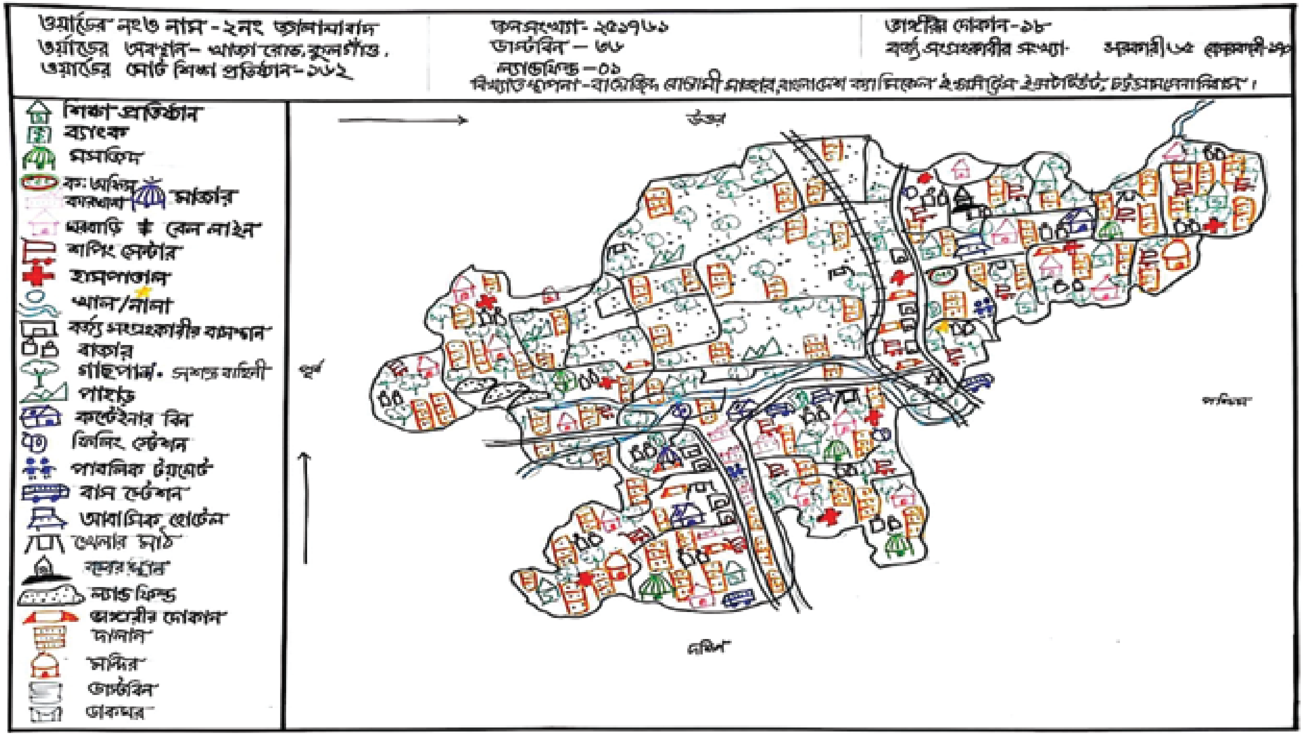

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ০৩নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

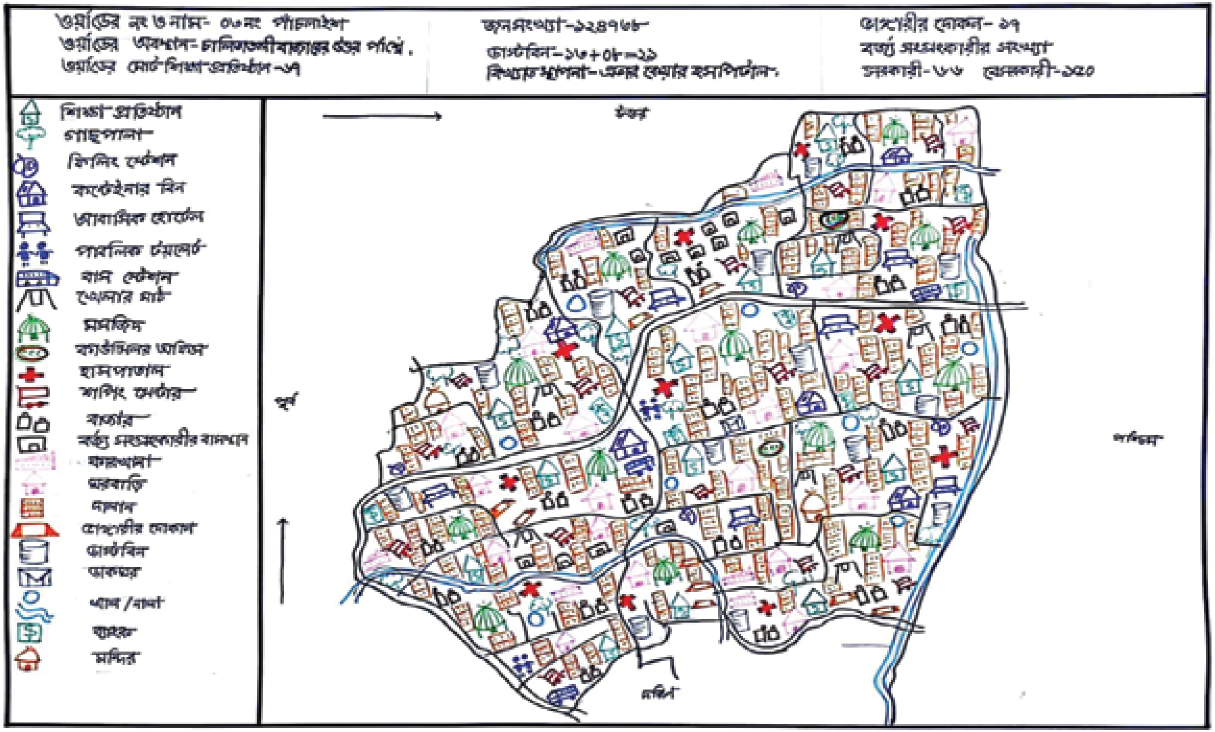

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ০৪নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

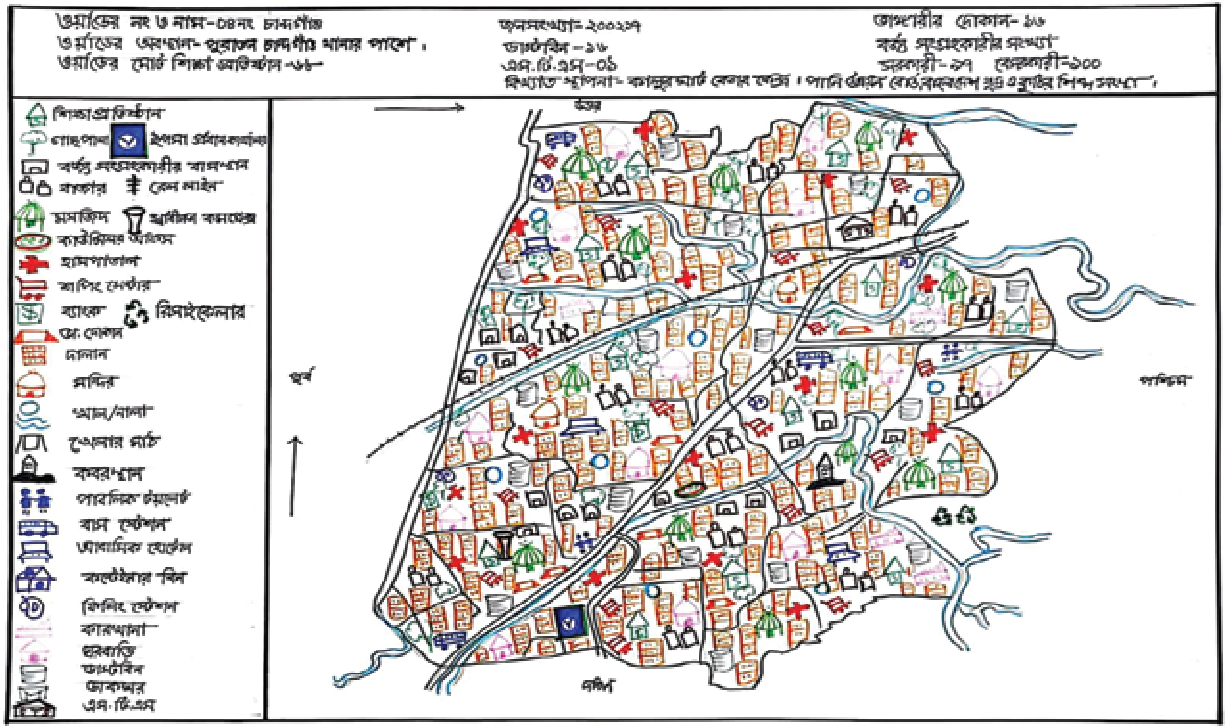

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ০৫নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

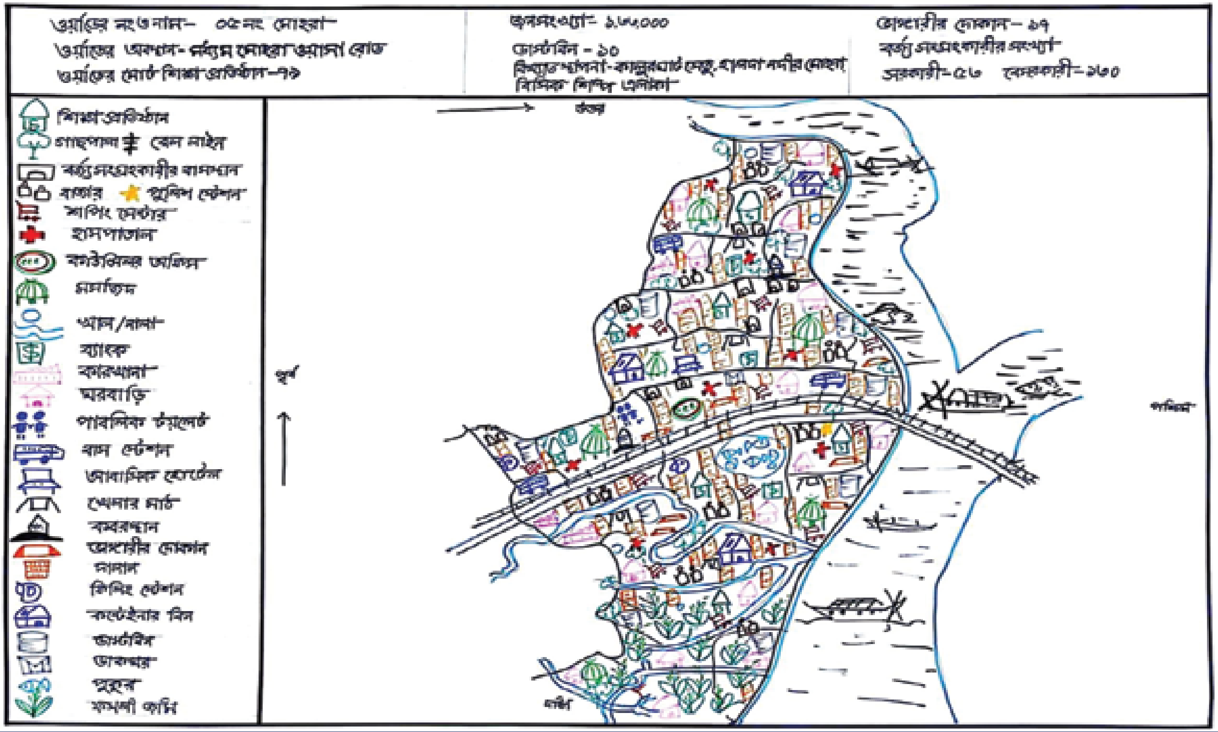

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ০৬নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

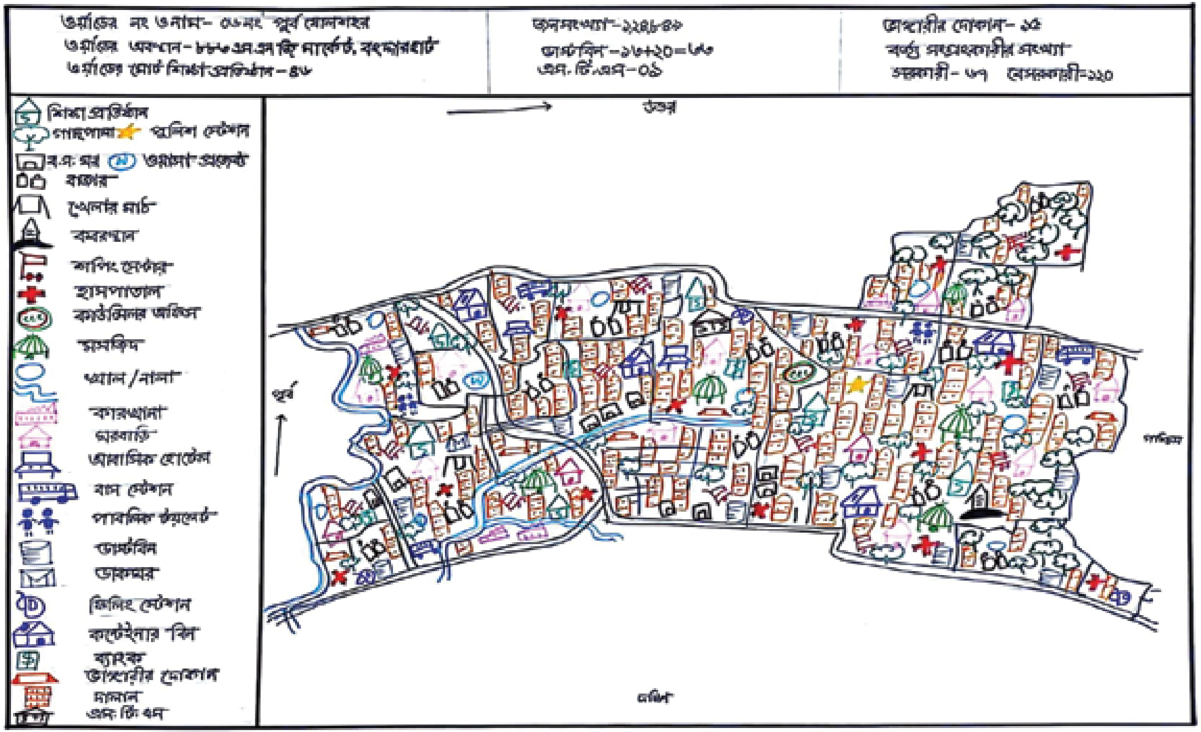

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ০৭নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

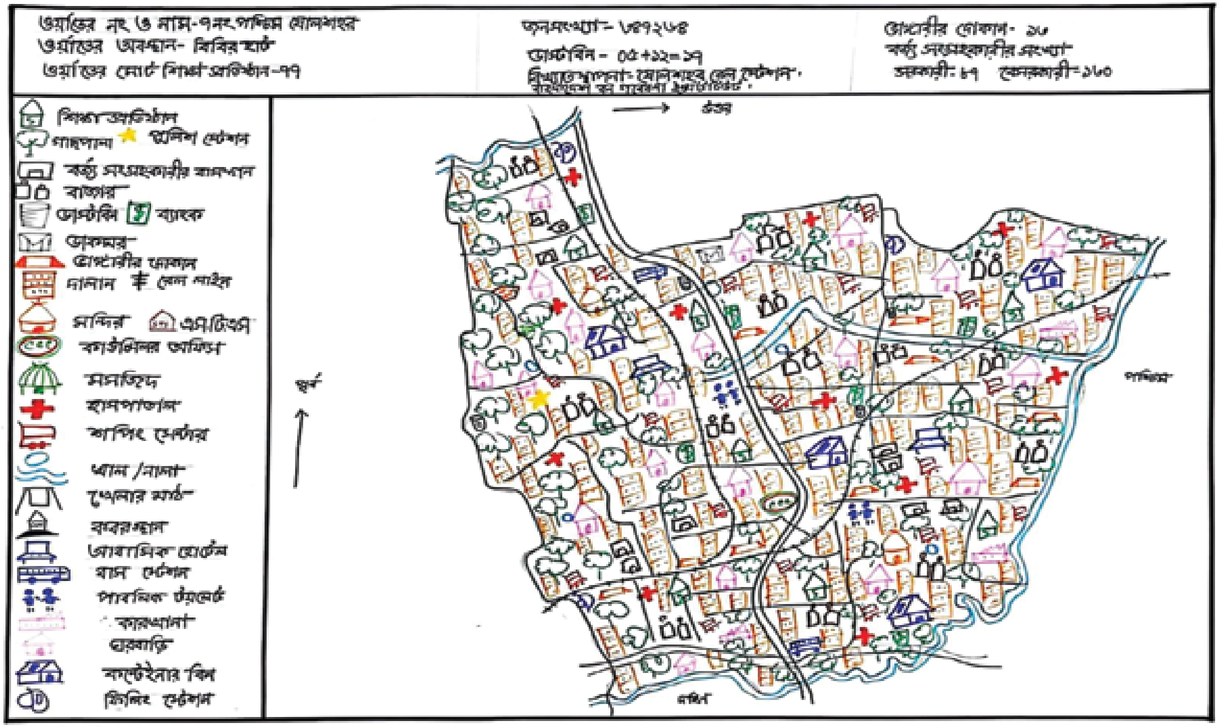

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ০৮নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

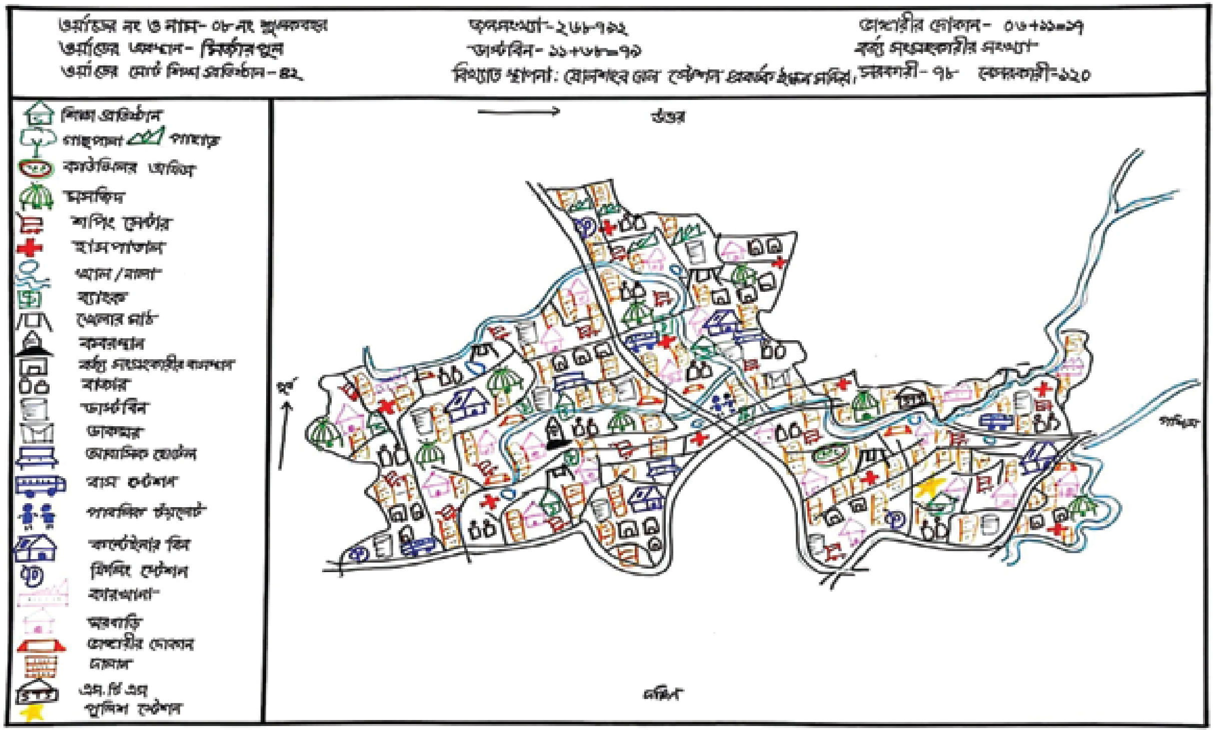

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ০৯নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

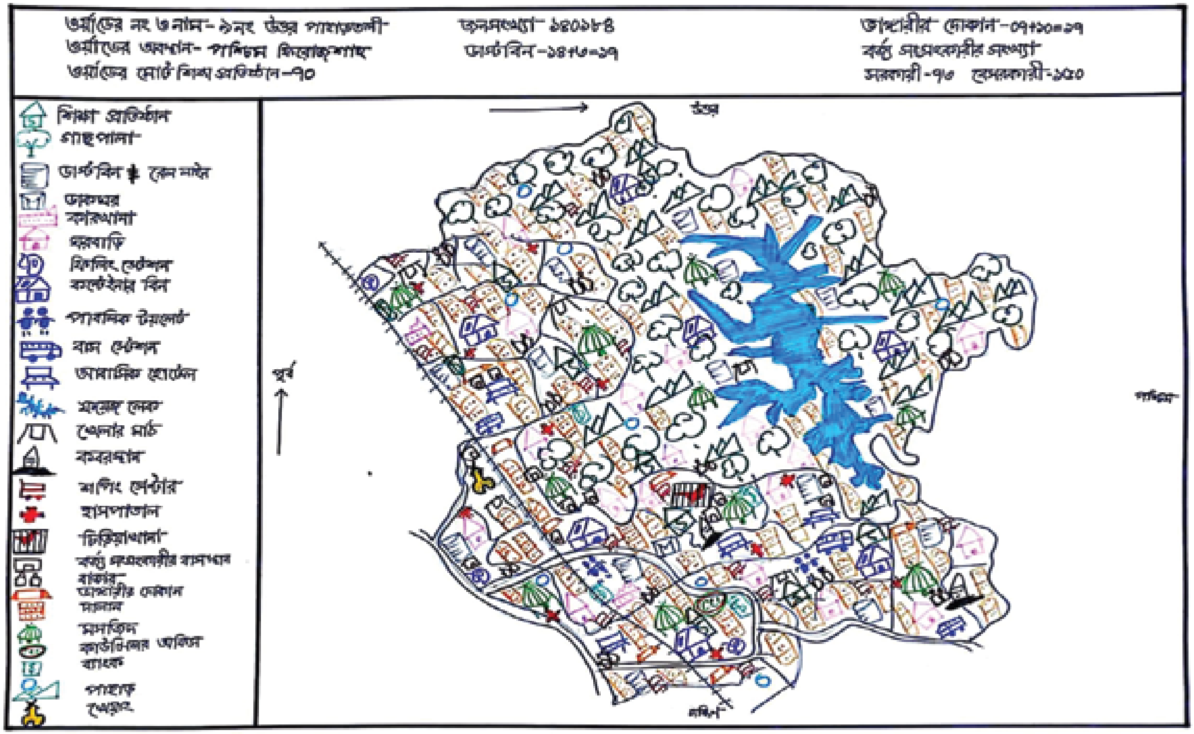

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ১০নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

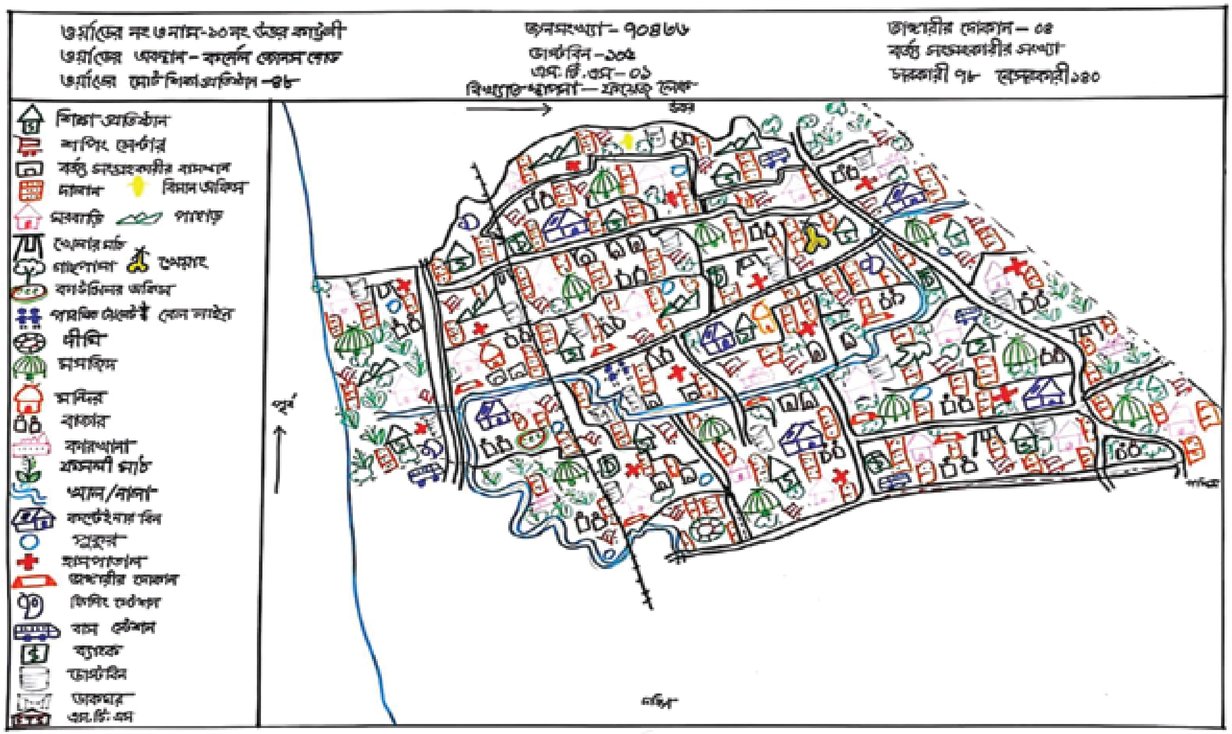

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ১১নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

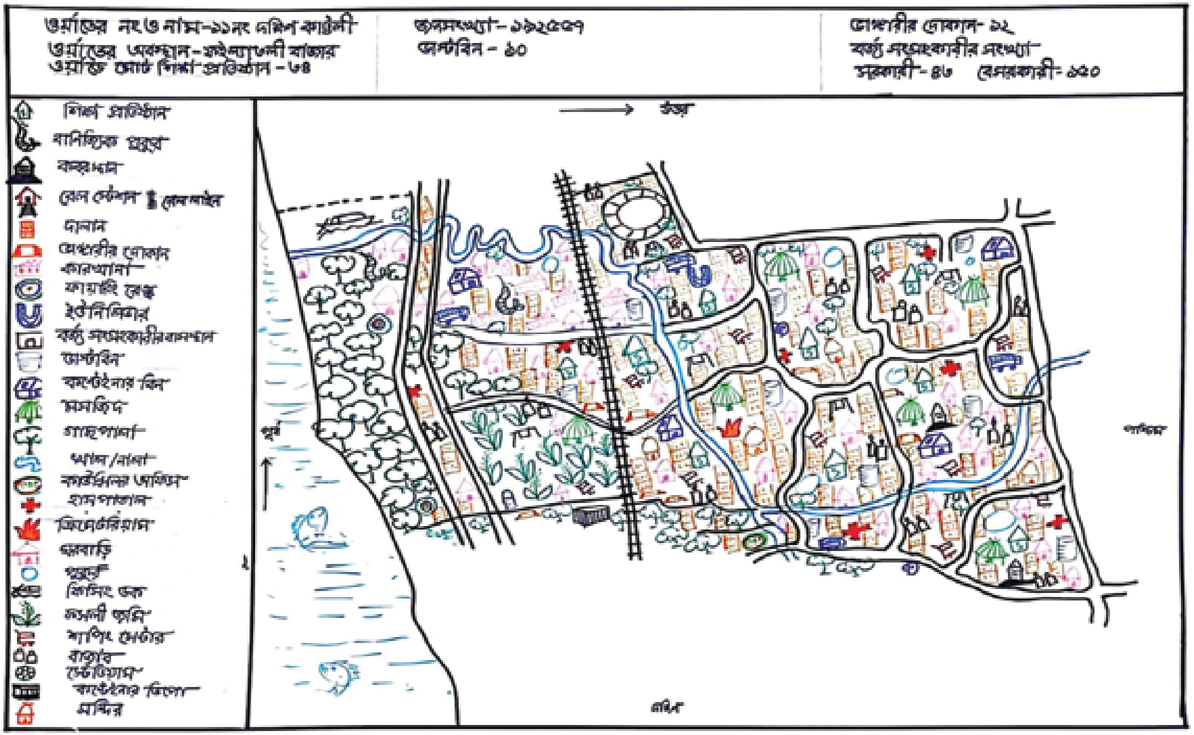

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ১২নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

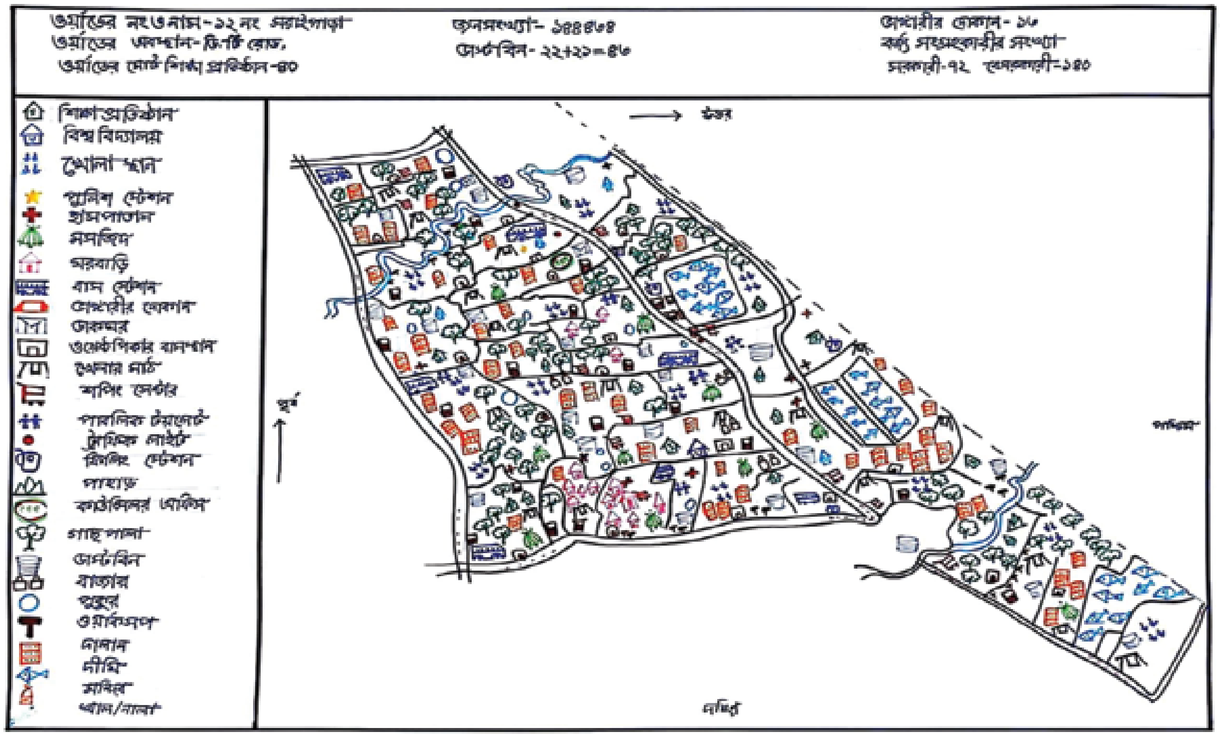

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ১৩নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

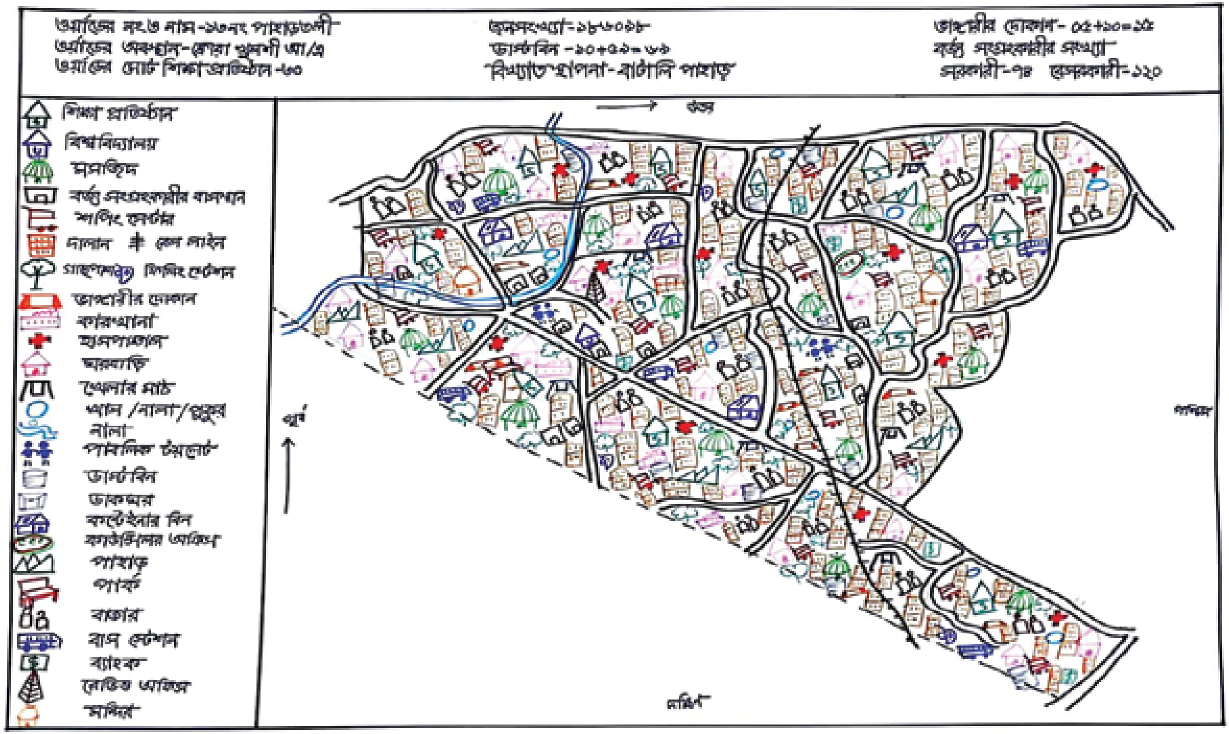

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ১৪নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

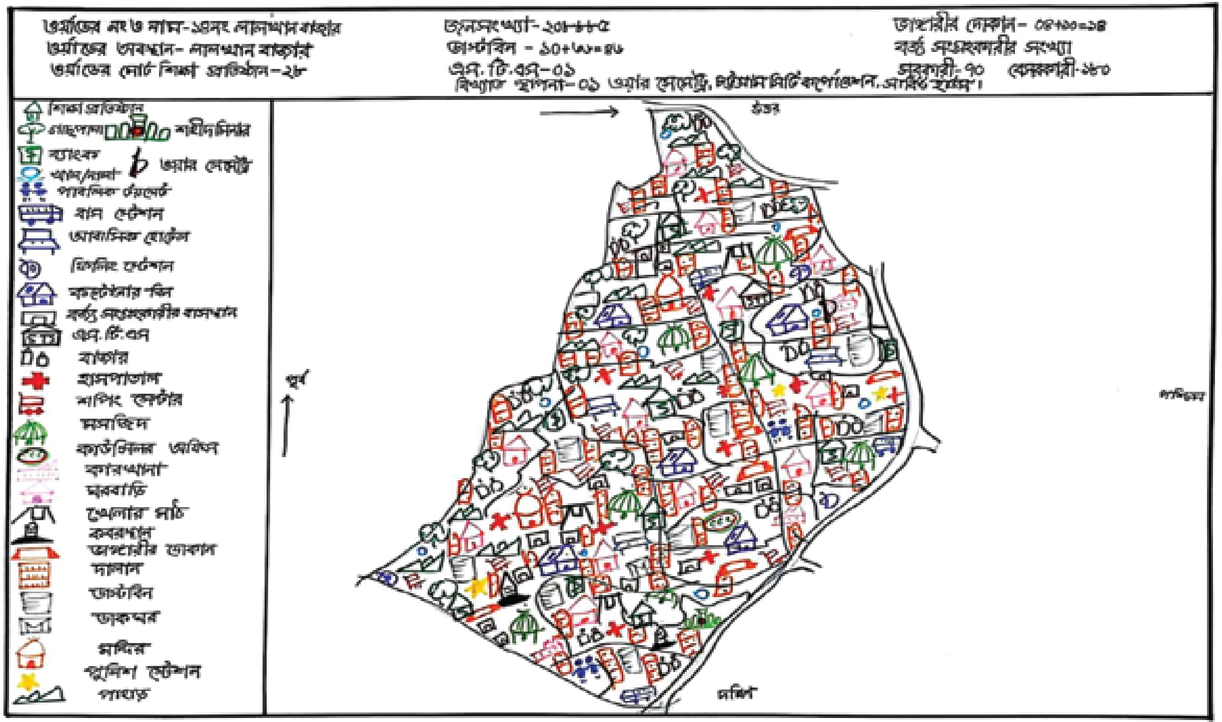

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ১৫নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

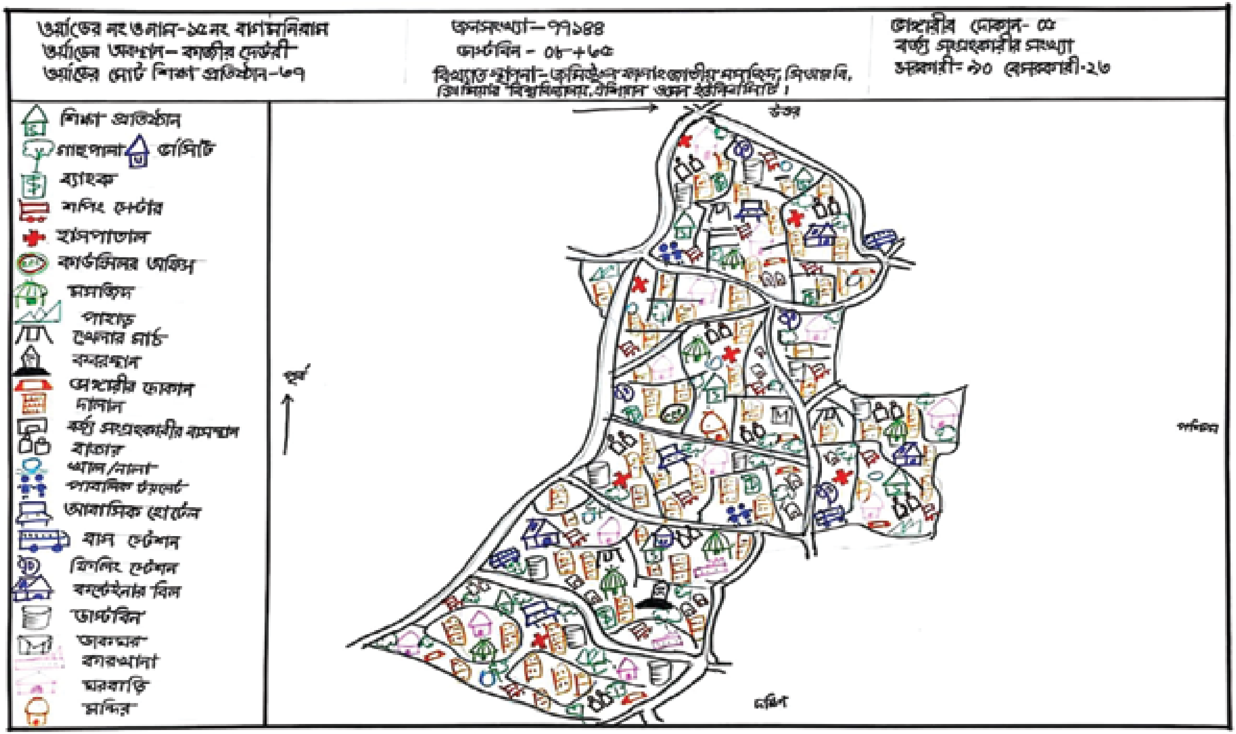

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ১৬নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

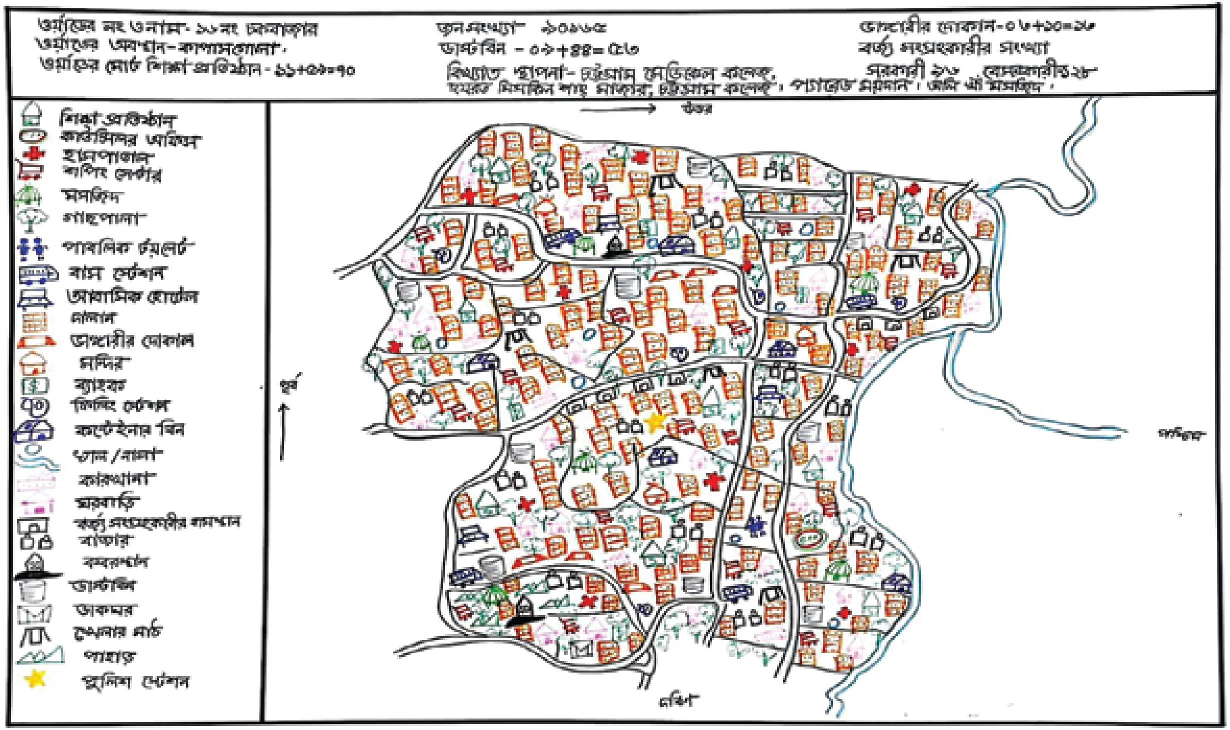

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ১৭নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

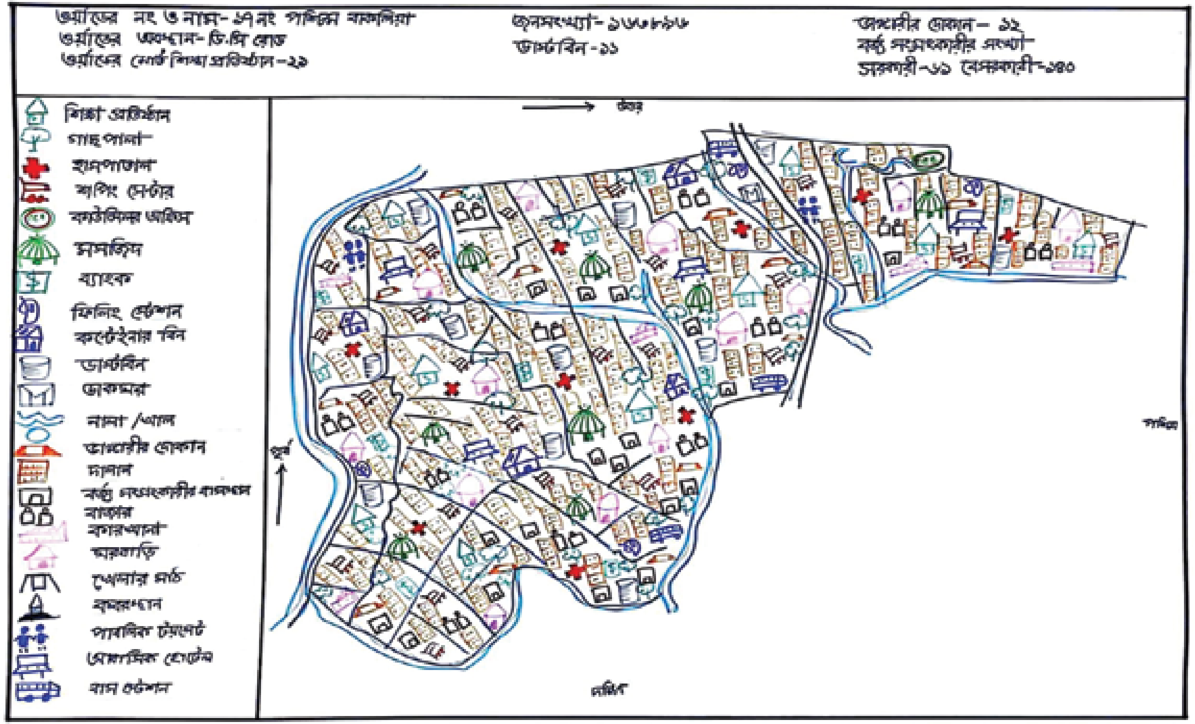

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ১৮নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

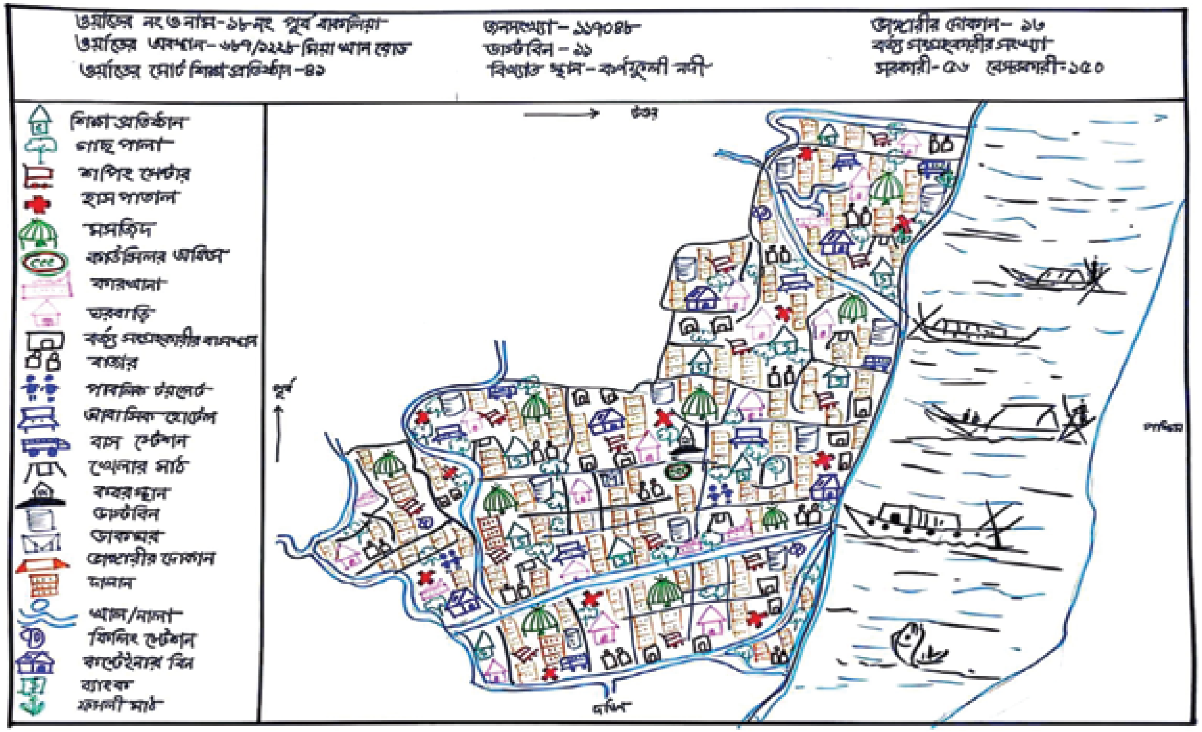

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ১৯নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

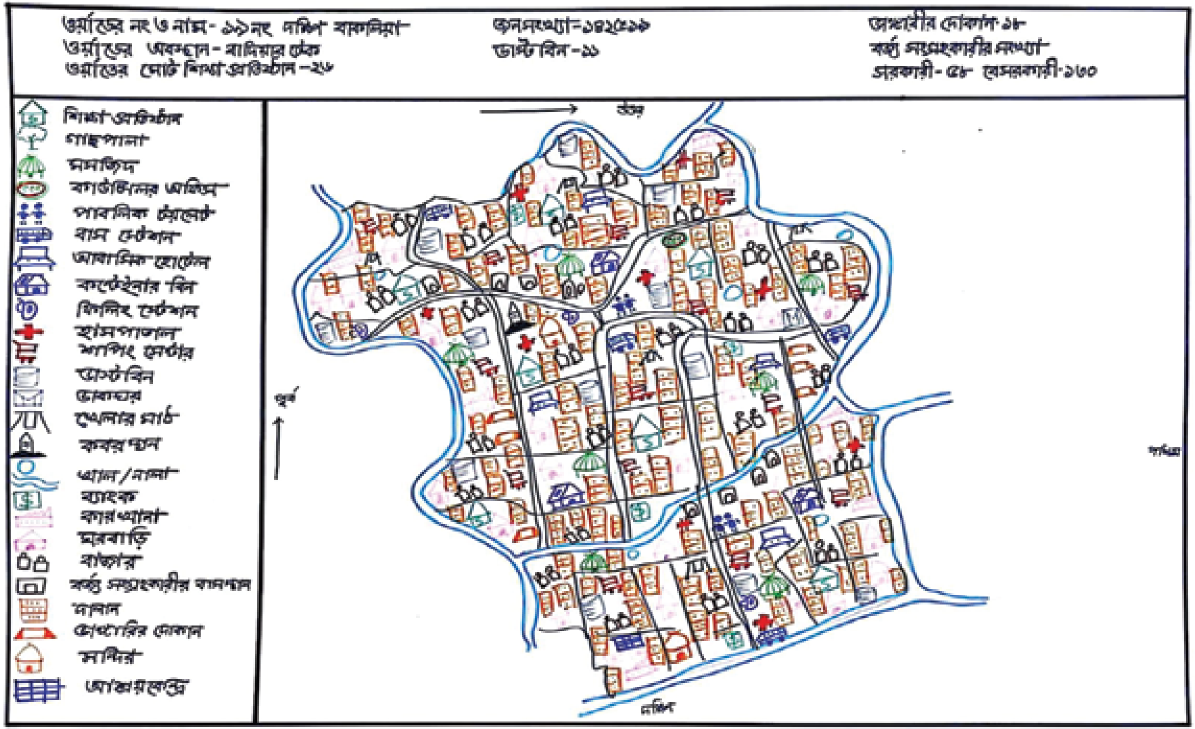

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ২০নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

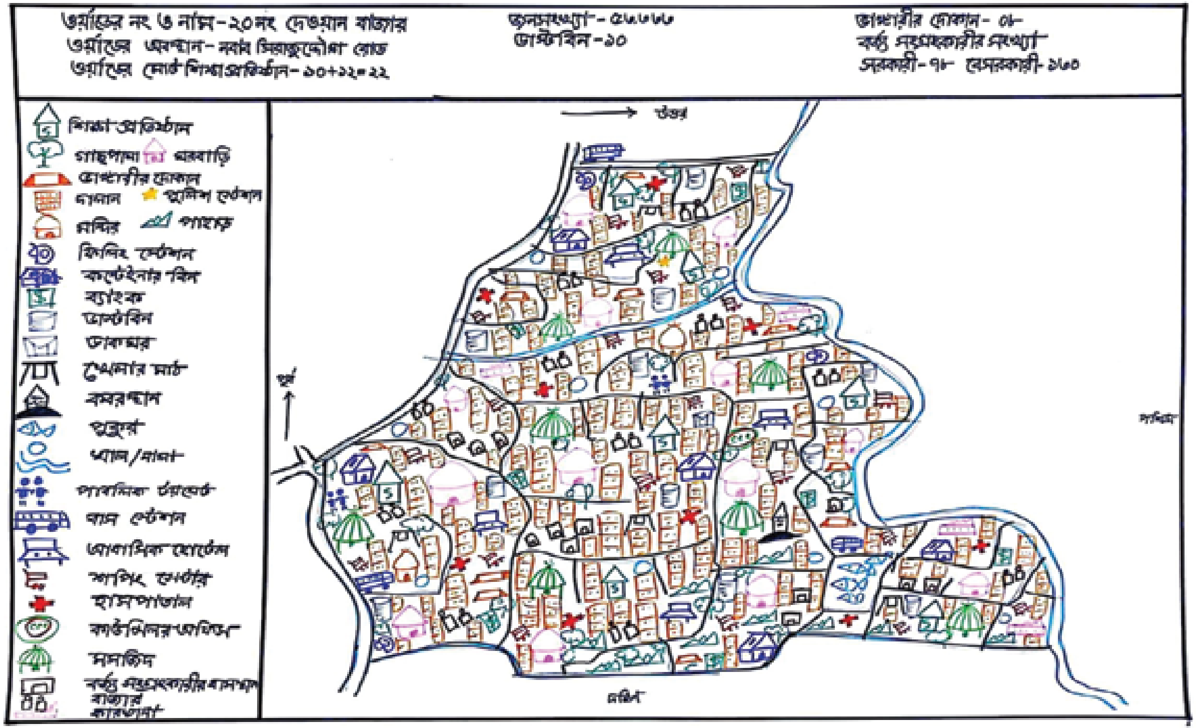

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ২১নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

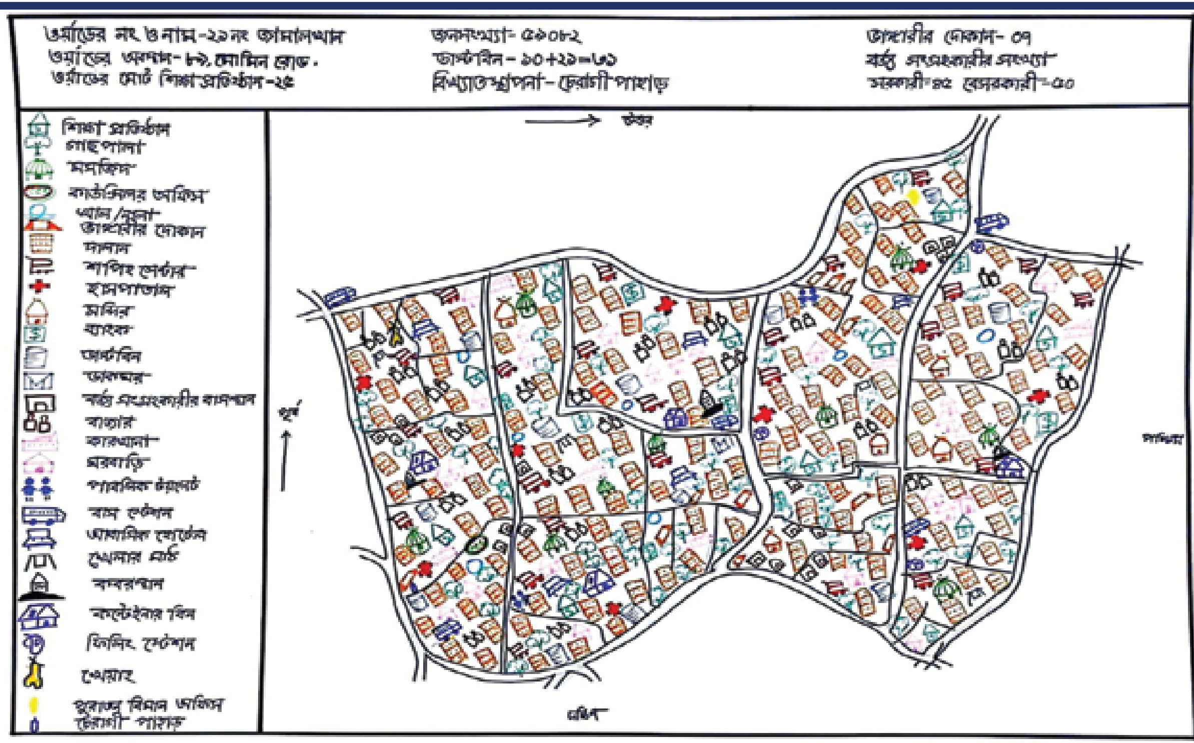

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ২২নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

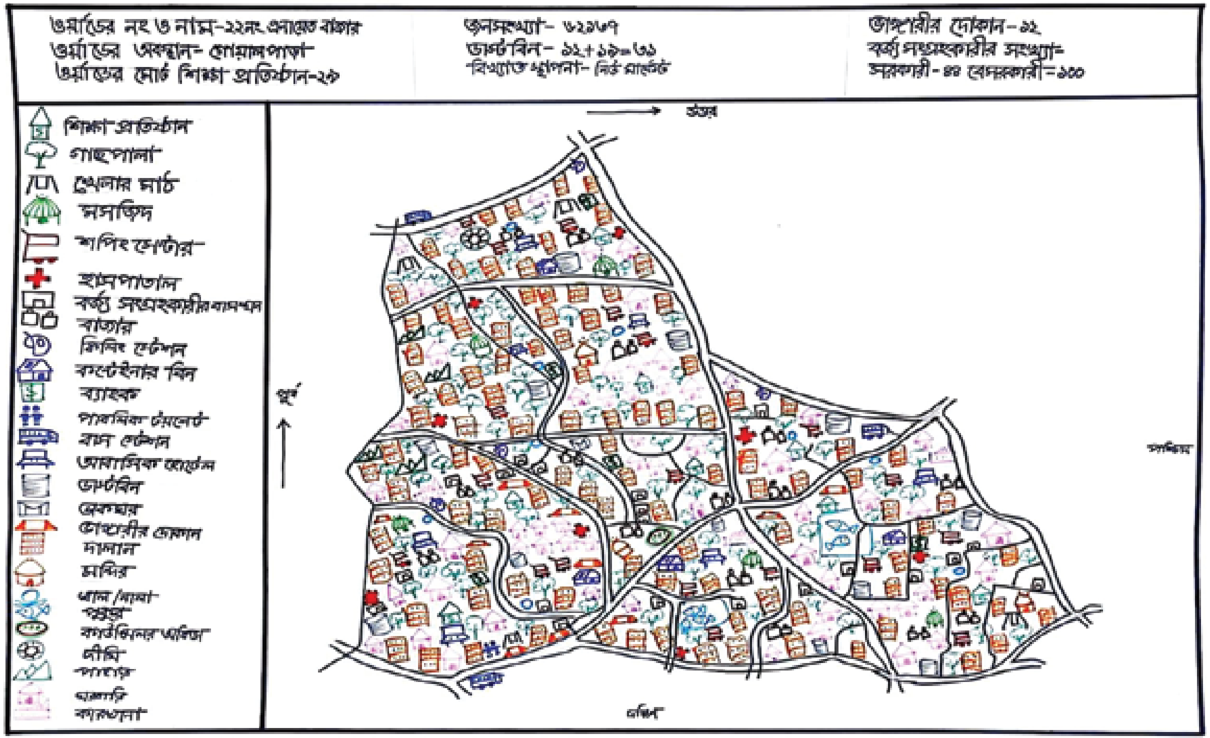

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ২৩নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

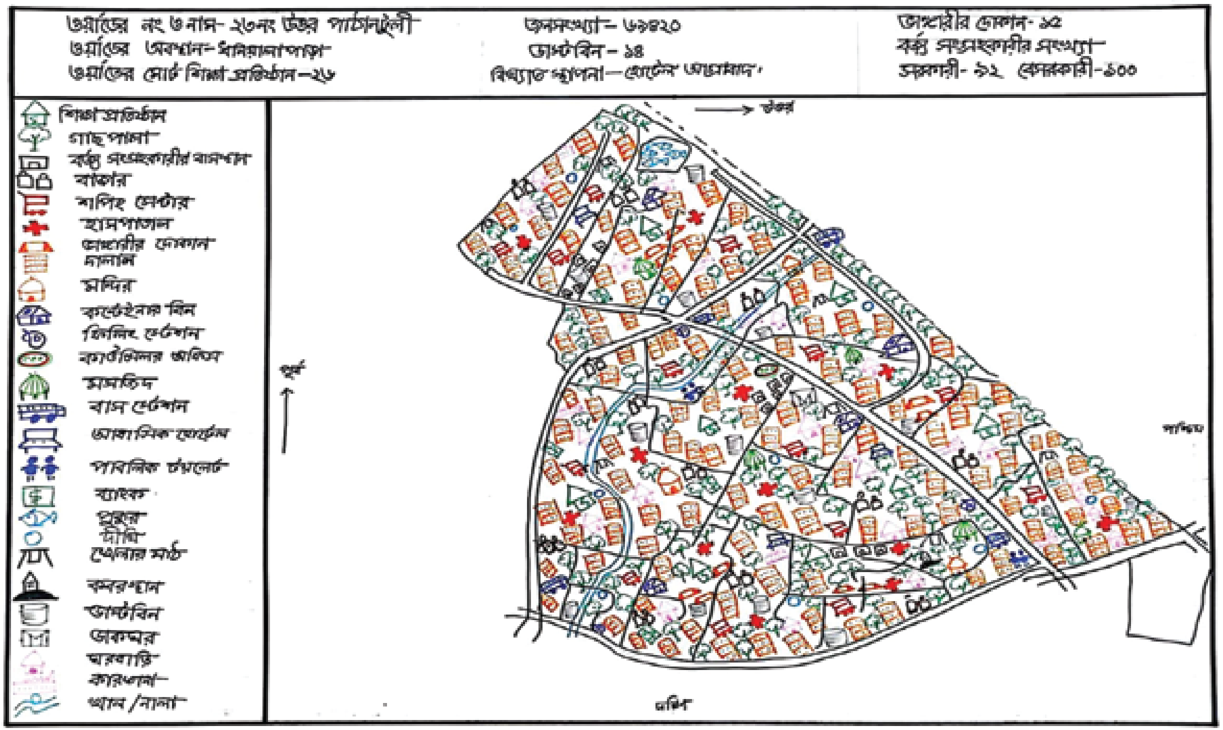

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ২৪নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

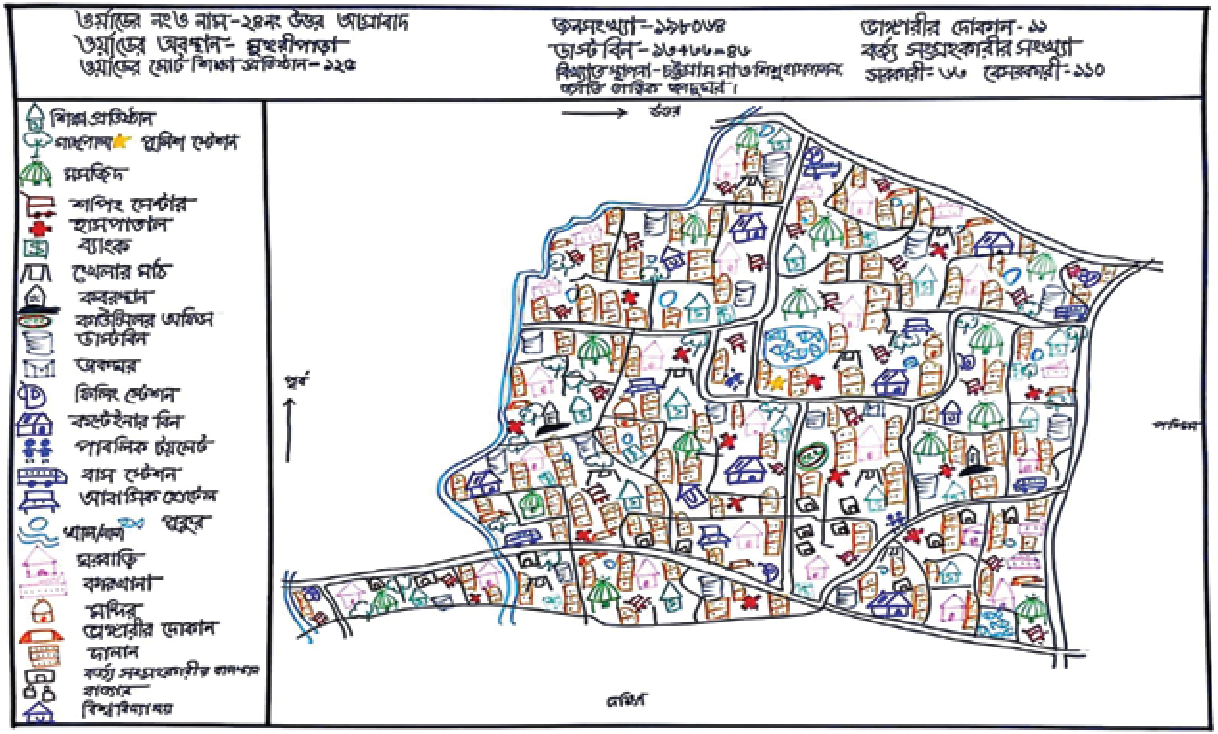

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ২৫নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

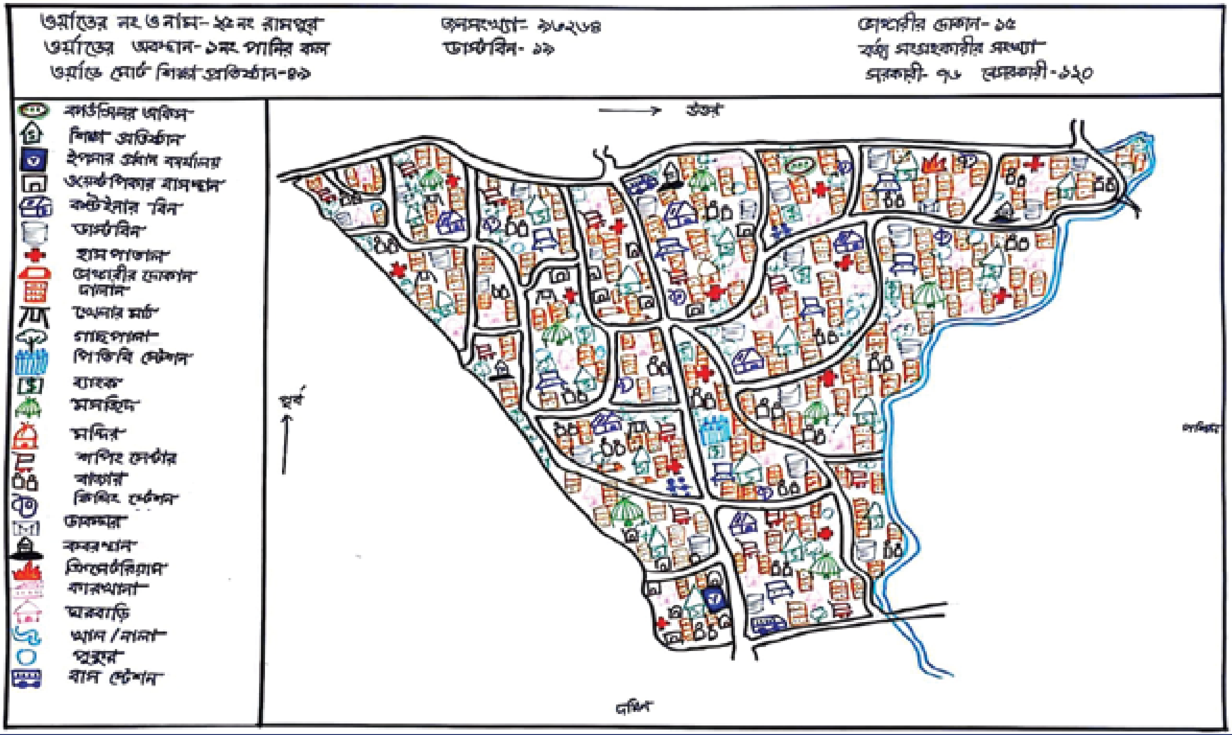

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ২৬নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

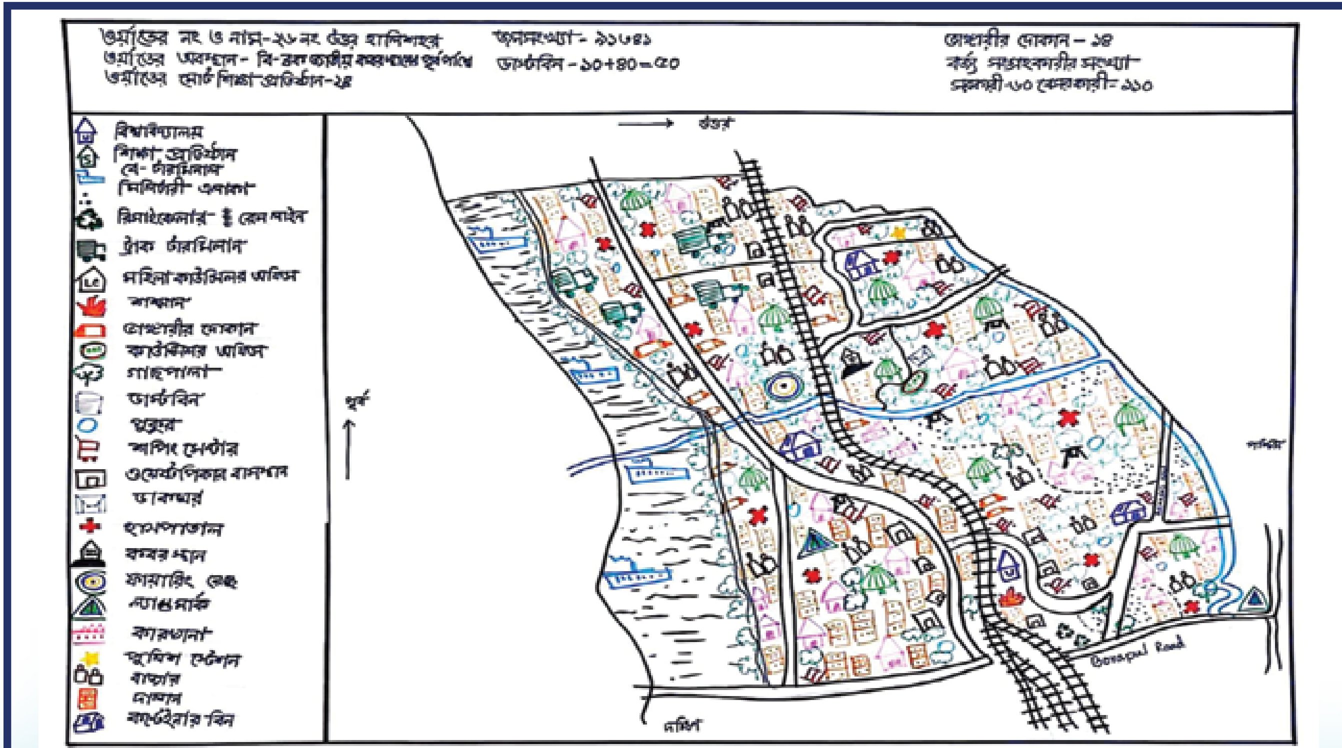

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ২৭নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

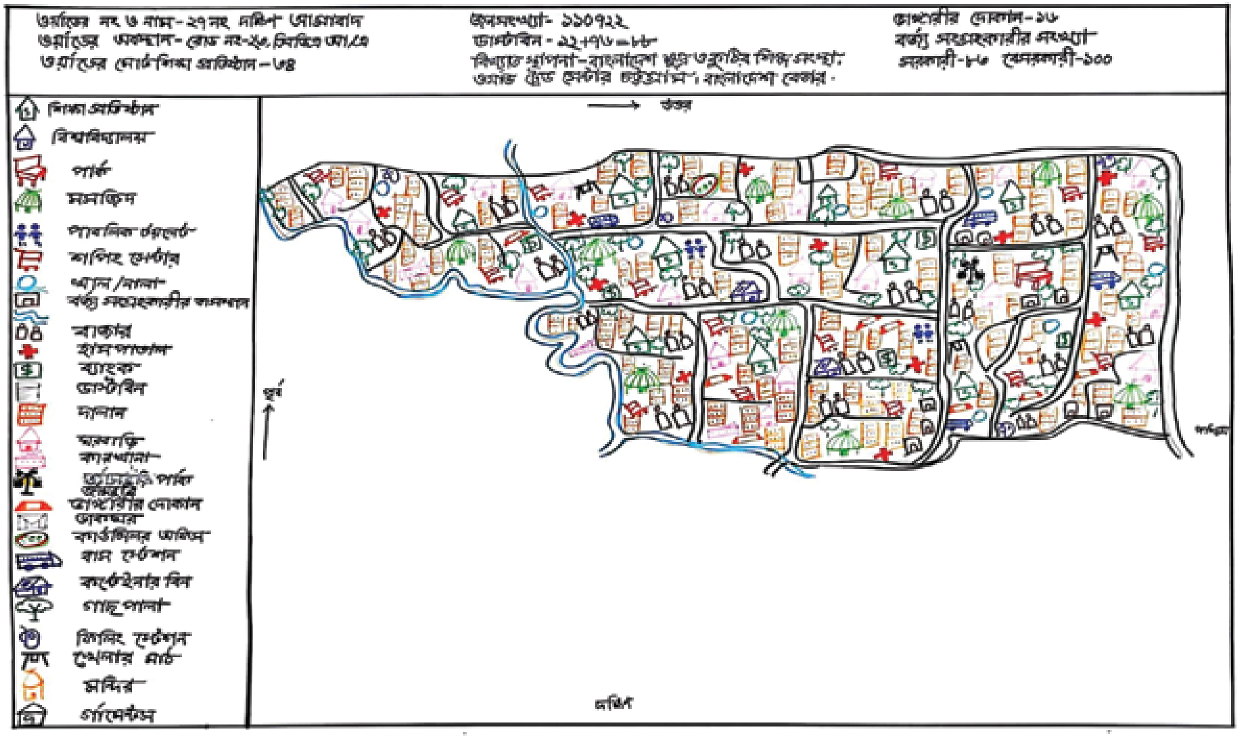

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ২৮নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

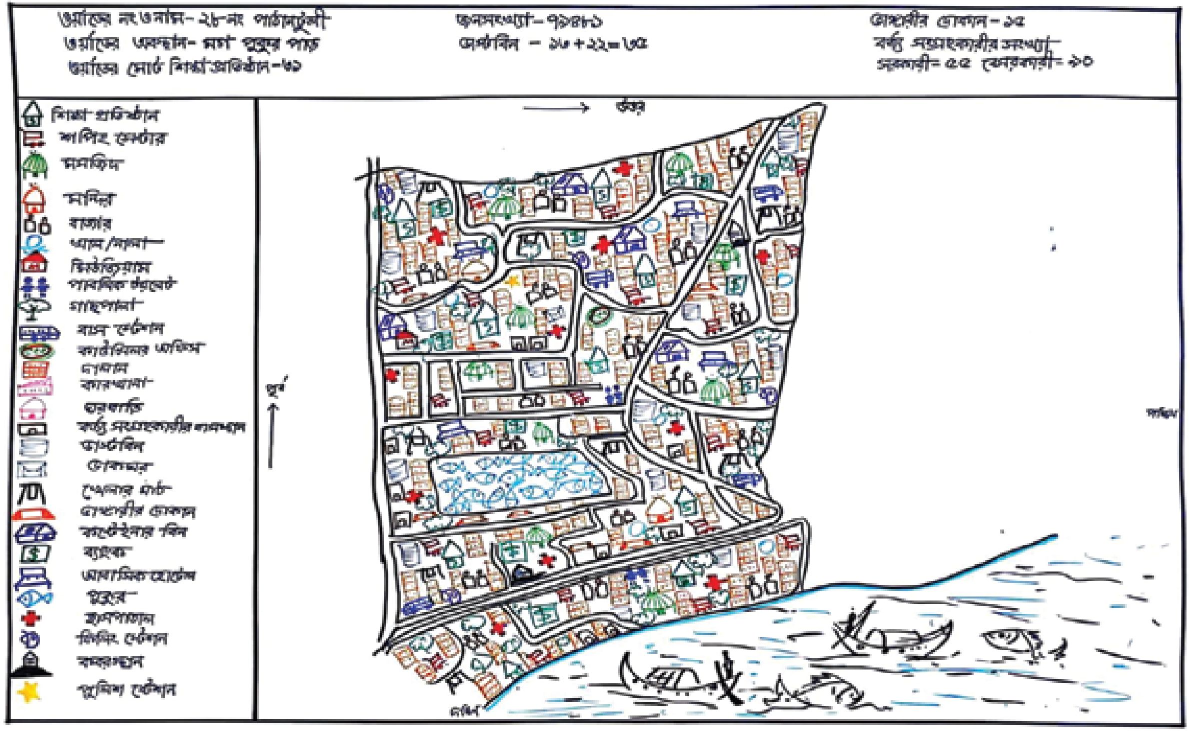

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ২৯নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

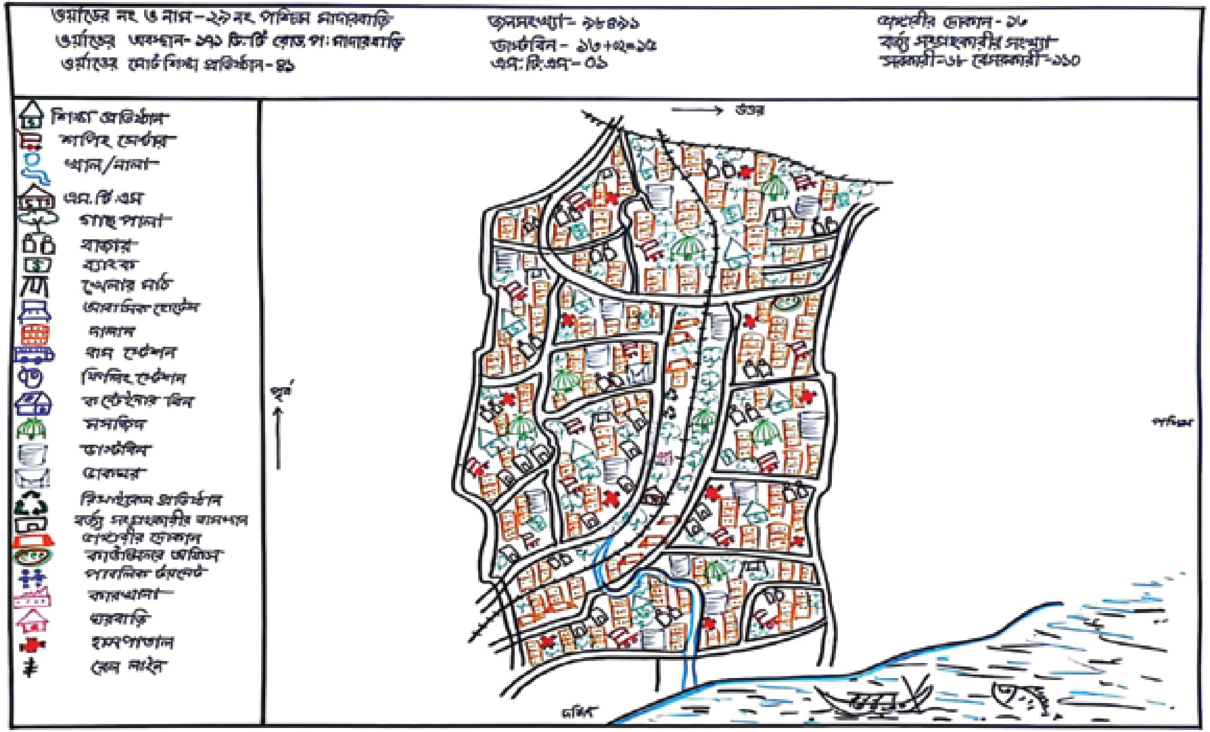

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৩০নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

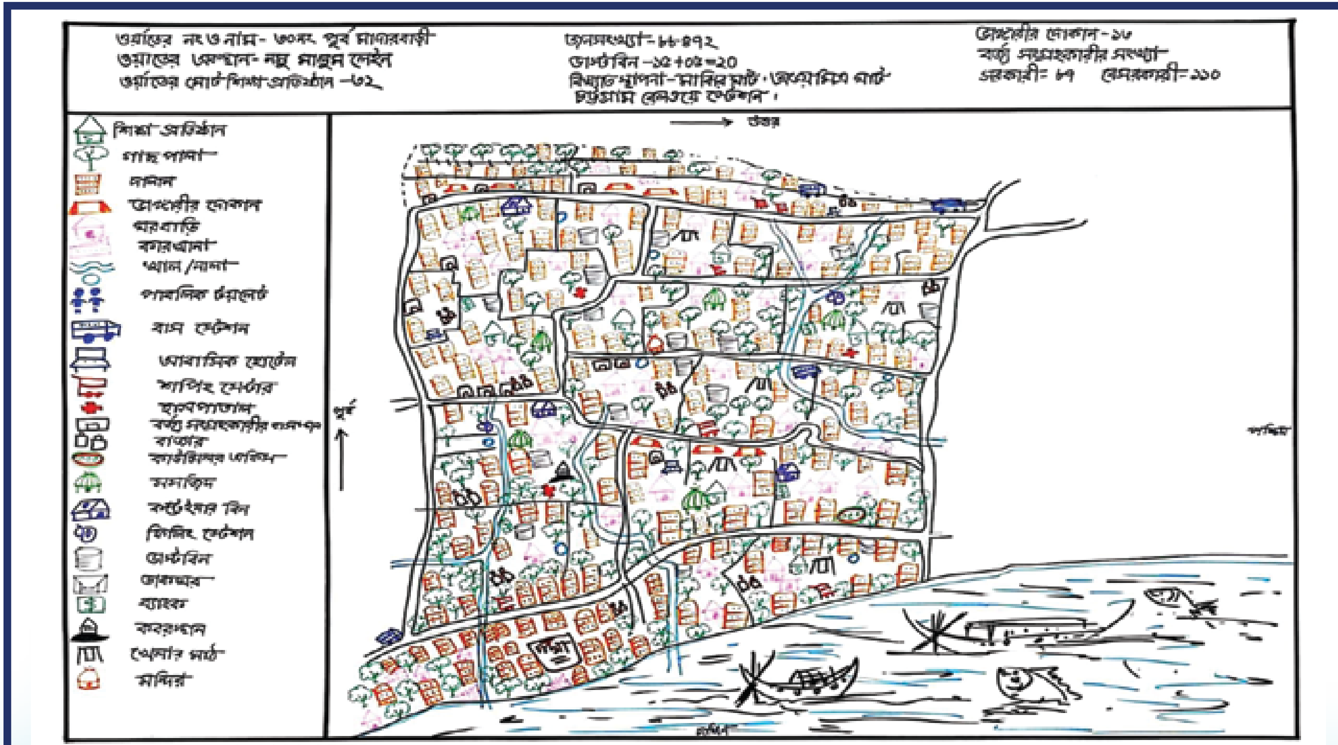

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৩১নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

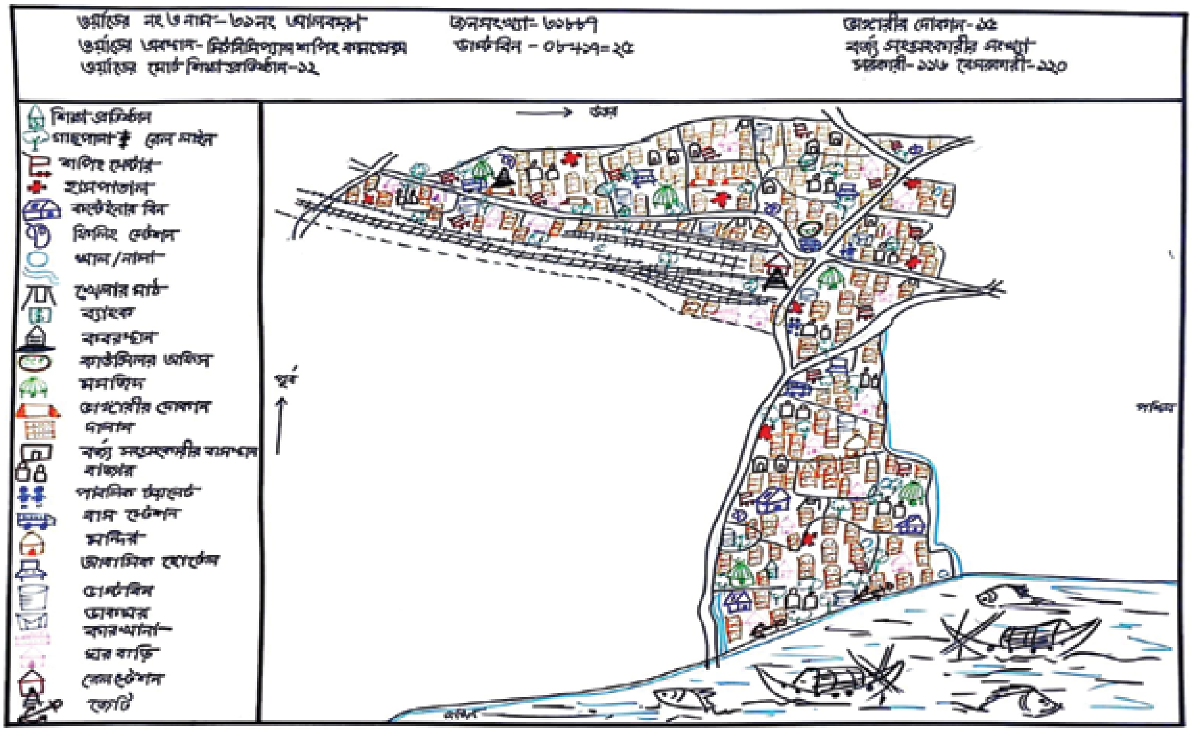

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৩২নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

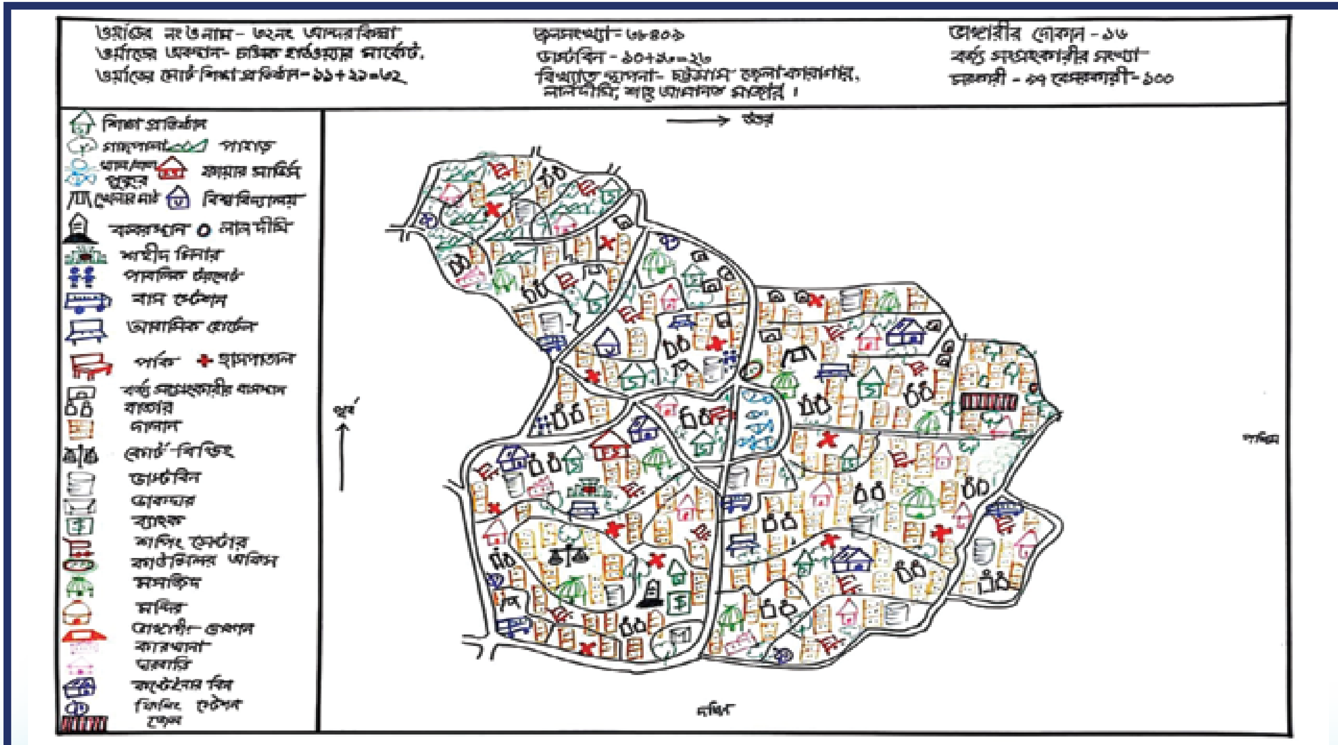

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৩৩নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

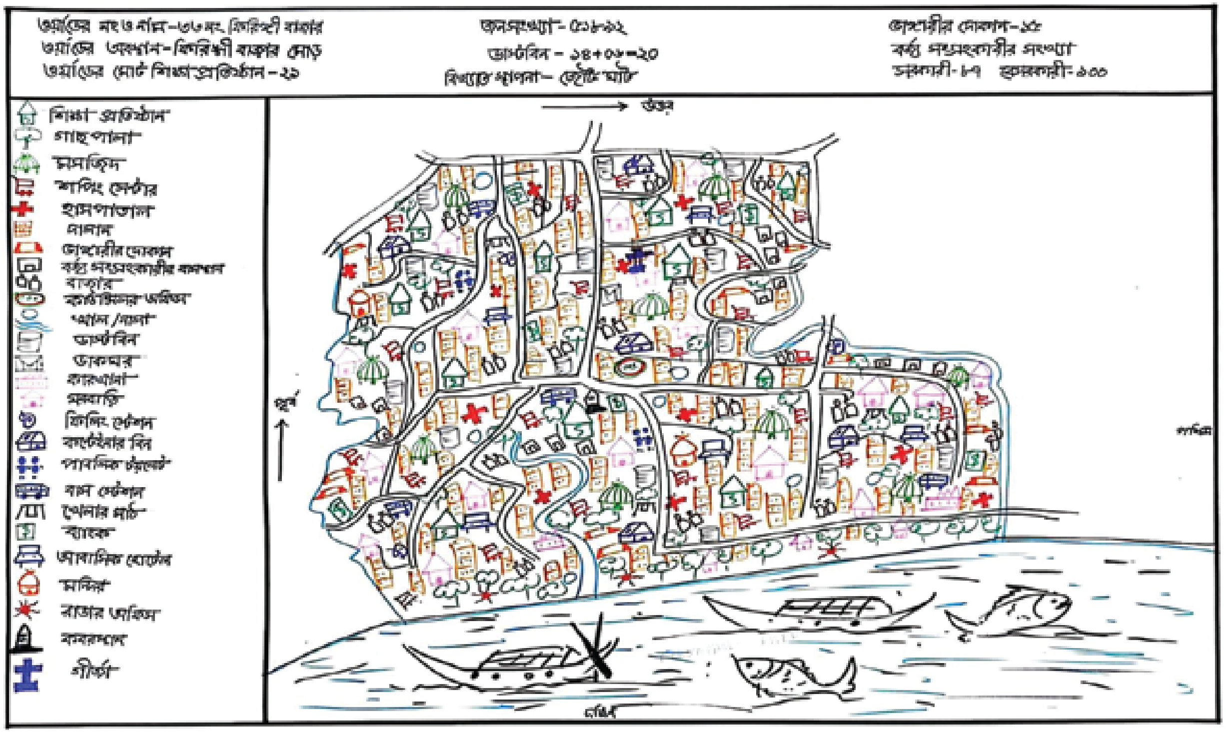

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৩৪নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

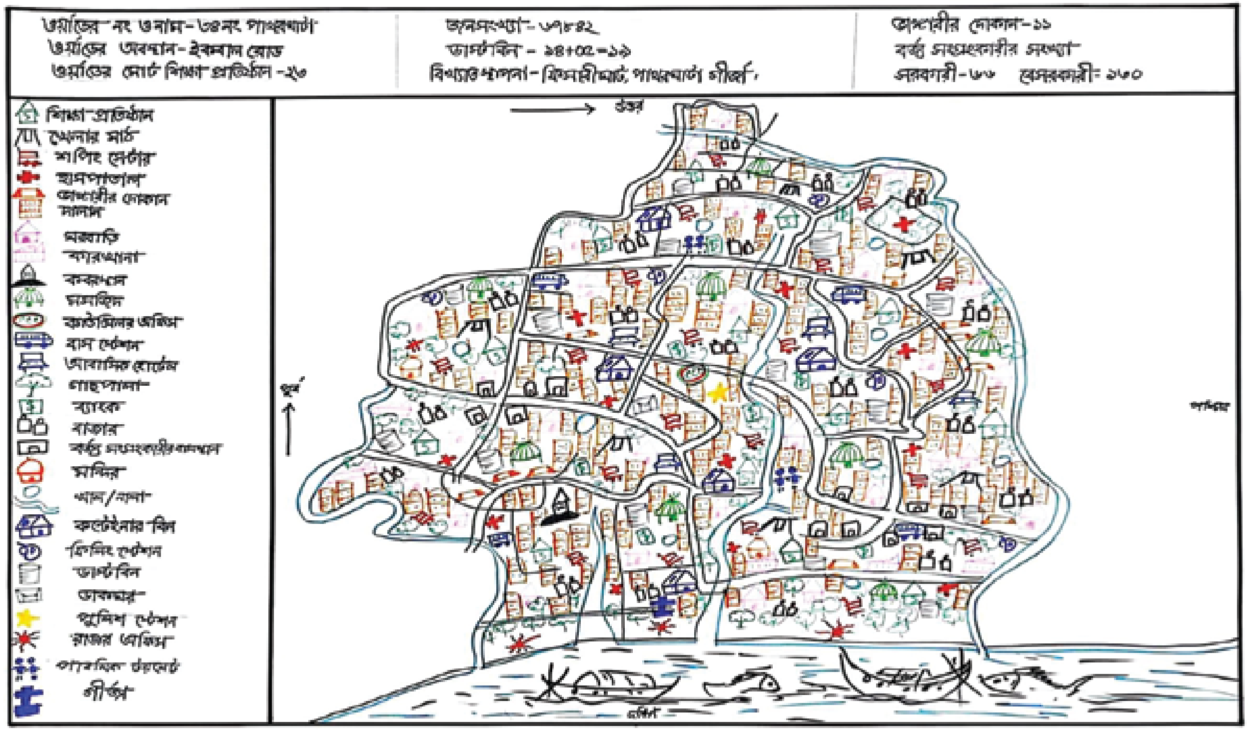

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৩৫নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

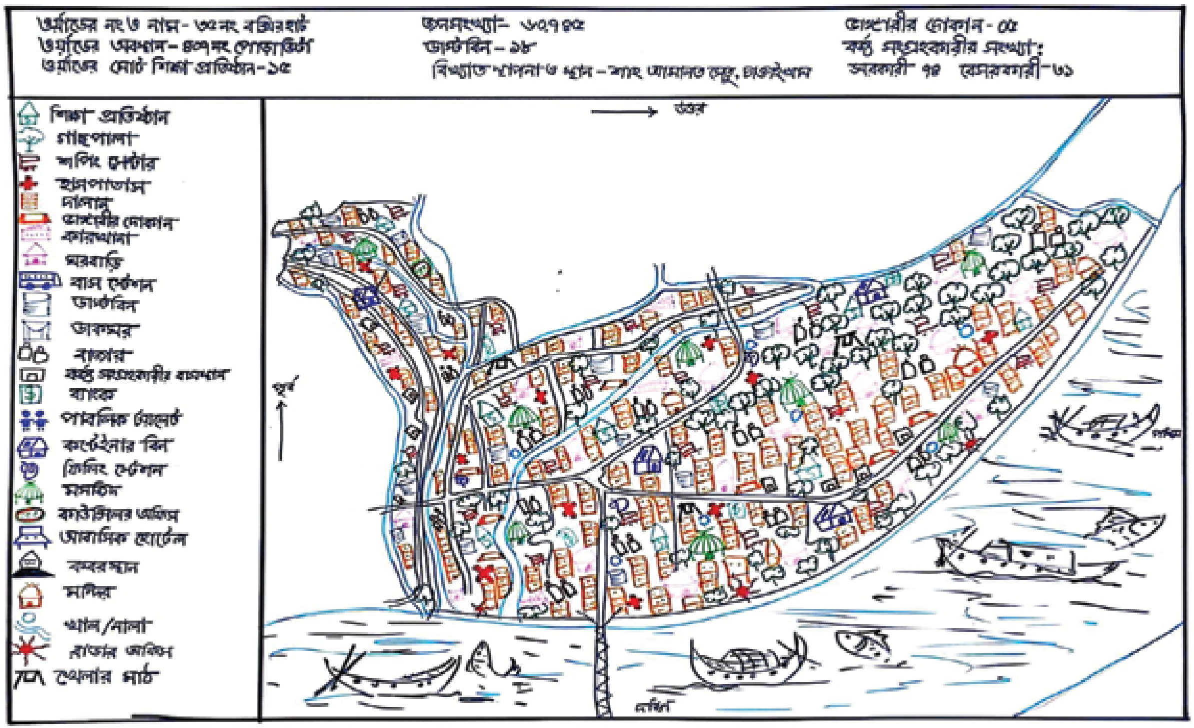

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৩৬নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

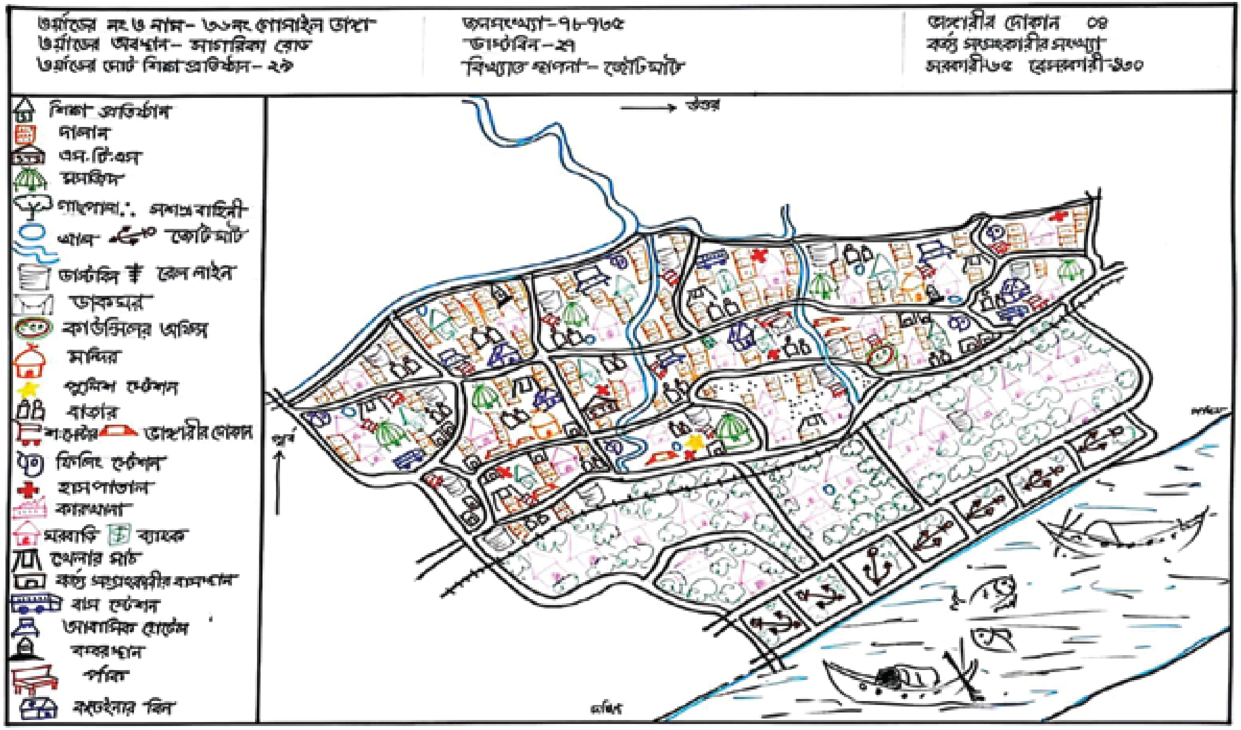

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৩৭নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

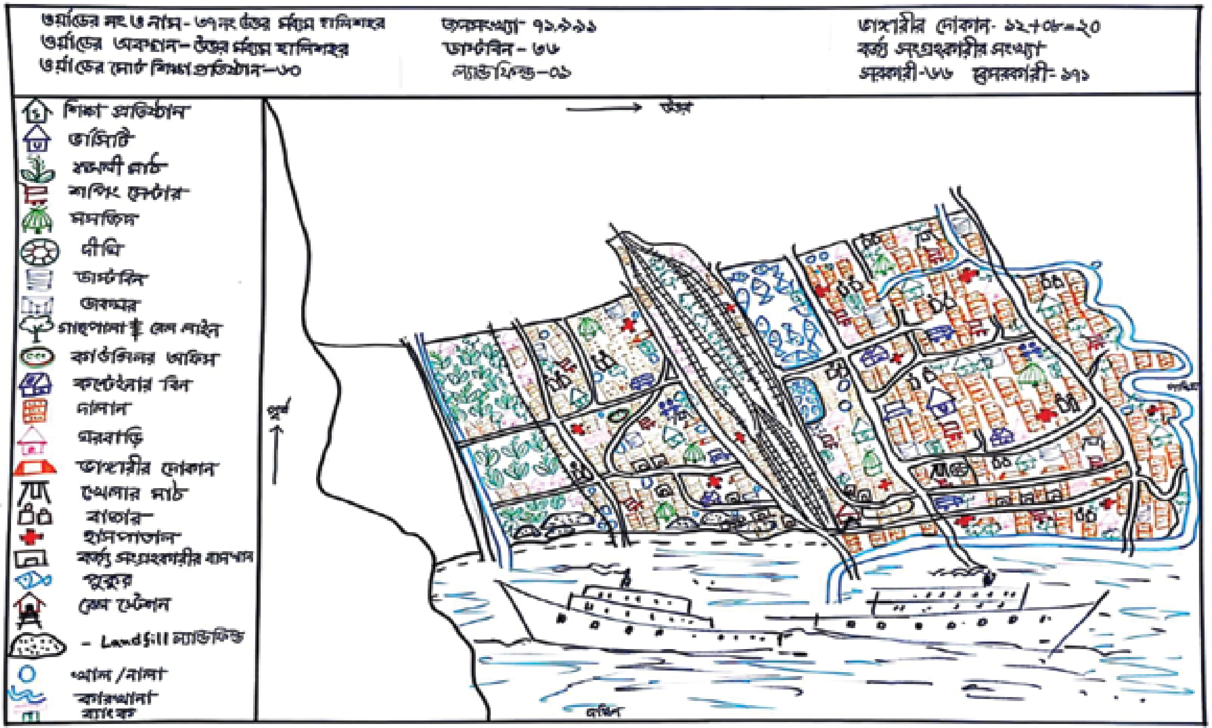

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৩৮নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

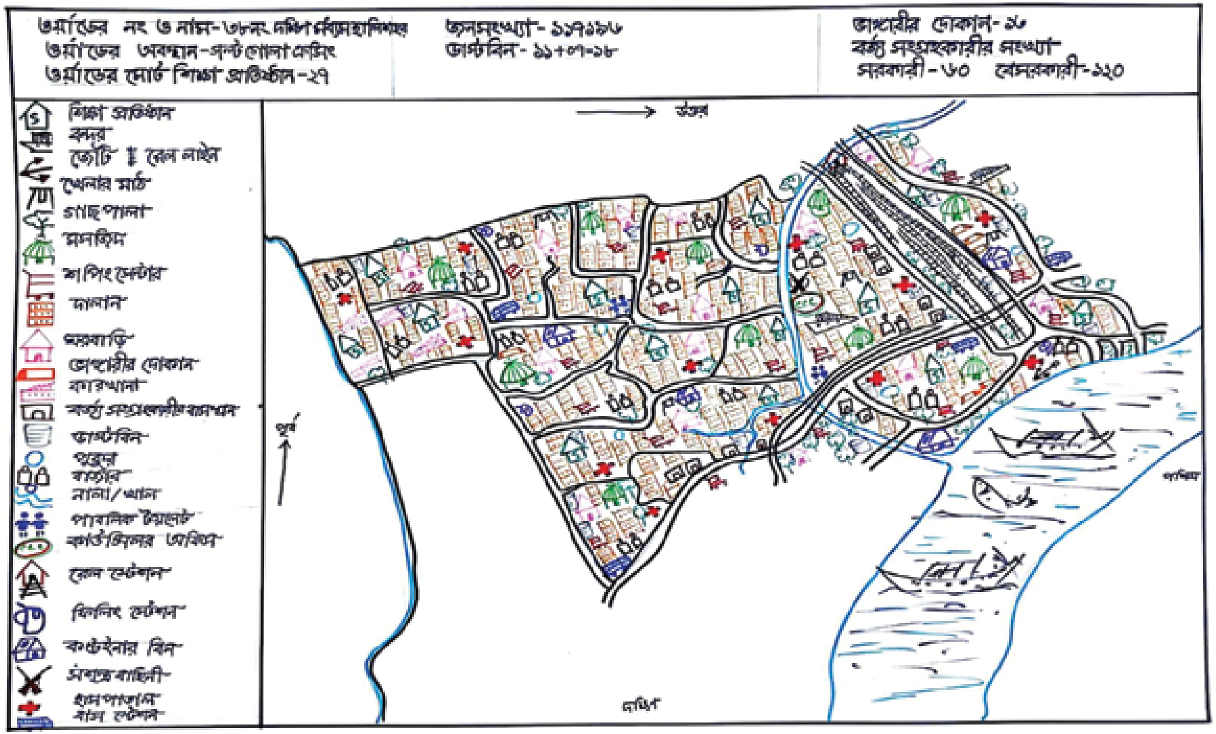

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৩৯নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

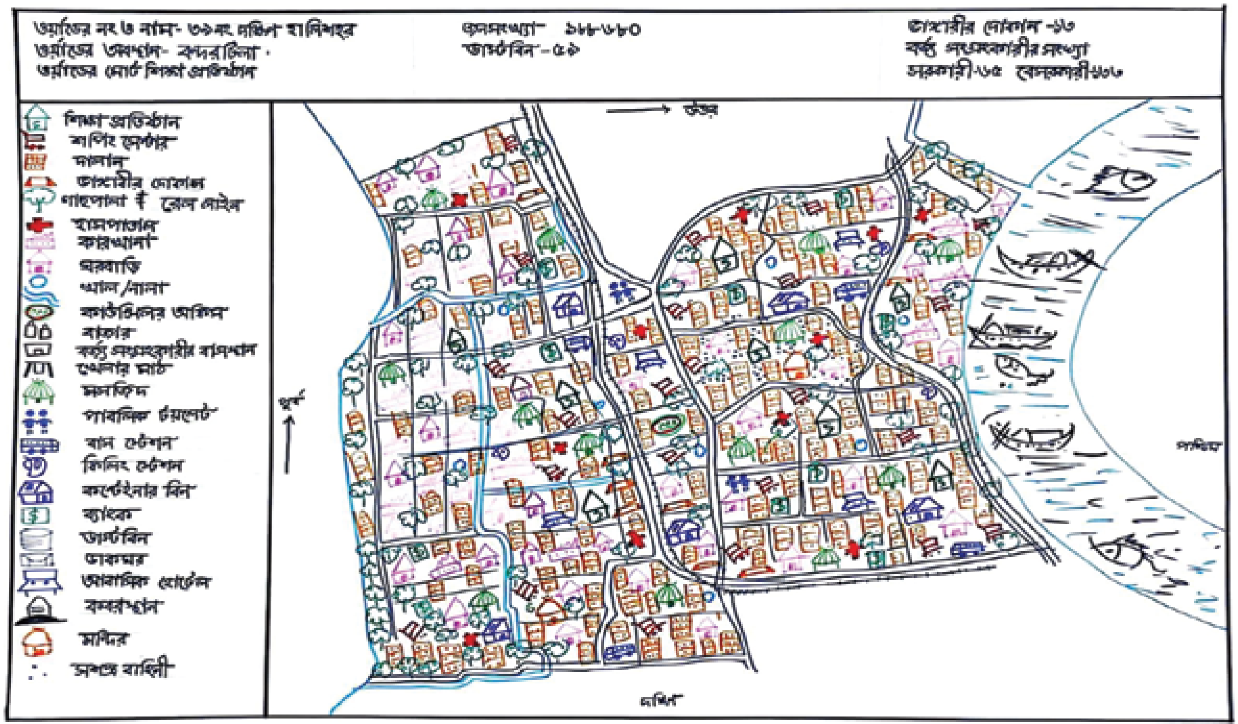

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৪০নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

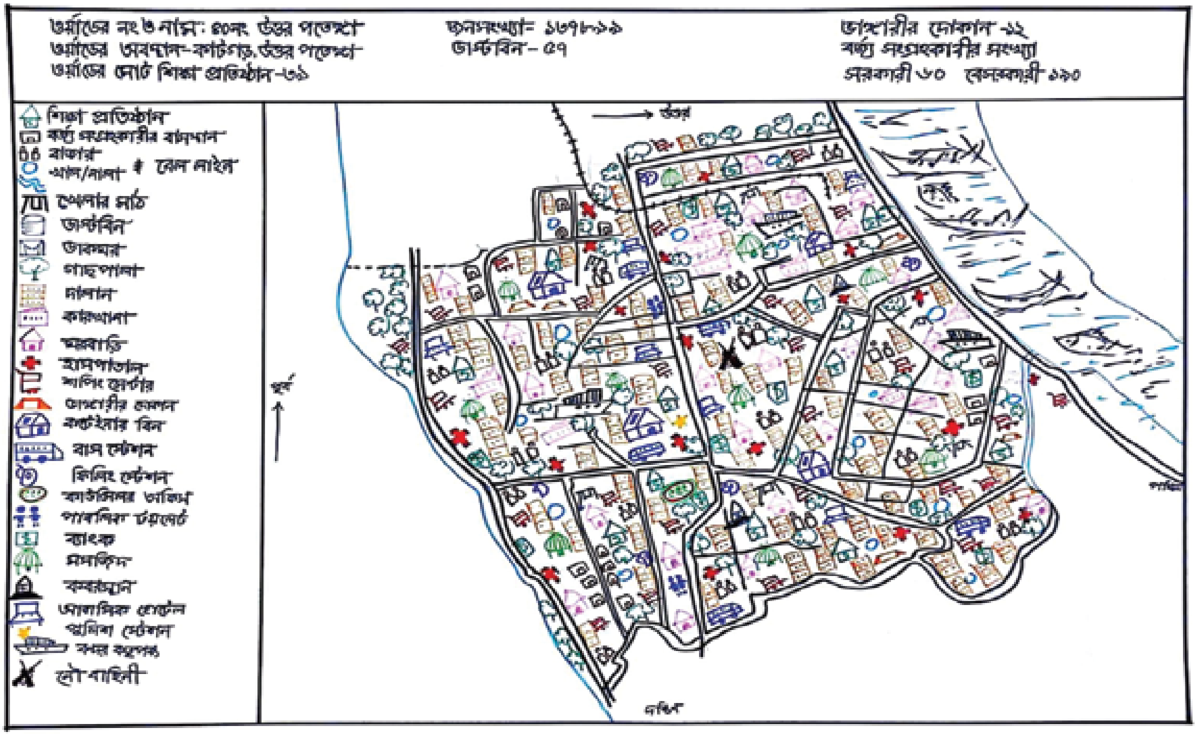

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৪১নং ওয়ার্ডের সামাজিক সম্পদ মানচিত্র

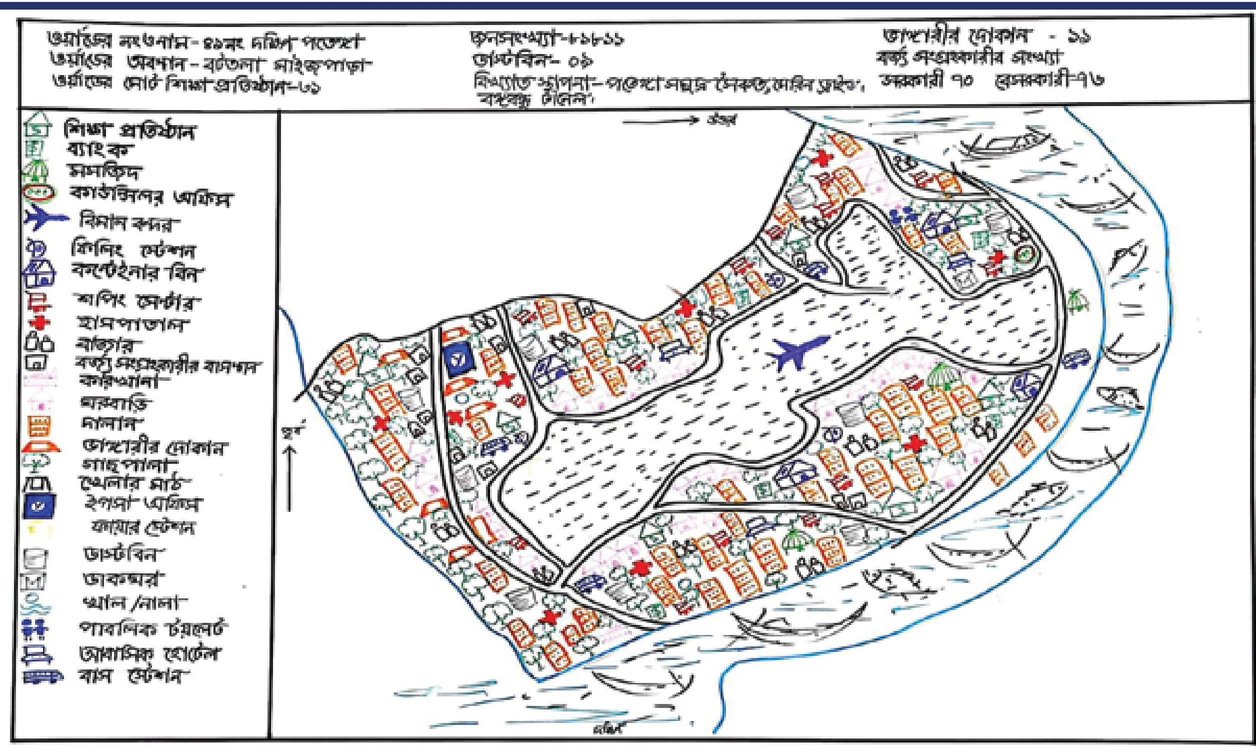

ইপসা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প কার্যক্রমের আলোকচিত্র

প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিজাইন নির্ণয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও কাউন্সিলর মো: মোবারক আলীর সাথে পরামর্শক বৈঠক ,অংশ নেন ইপসা ও ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রতিনিধিবৃন্দ ।

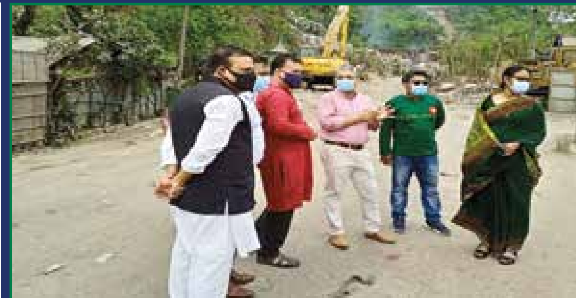

প্রকল্পের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিতা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে বায়েজিদ আরেফিন নগর ল্যান্ডফিল্ড পরিদর্শন করেন ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড ও ইপসা'র প্রধান নির্বাহী ।

গৃহস্থালী পর্যায়ে বর্জ্য পৃথকীকরনের অভ্যাস গড়নে আবাসিক/ পাড়া কমিটির সদস্যদের সাথে সমন্বয় সভা

সিএসও/ স্ক্র্যাপ ব্যবসায়ীদের সাথে রিসাইক্যালারদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক উন্নয়নে বিজনেস নেটওয়ার্কিং মিটিং

ইপসা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প কার্যক্রমের আলোকচিত্র

গৃহস্থালী পর্যায়ে বর্জ্য পৃথকীকরনের অভ্যাস তৈরীর জন্য মাইকিং কার্যক্রম উদ্বোধন করেন মুহাম্মদ আবুল হাশেম, উপ -সচিব, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ইপসা ও ইউনিলিভার প্রতিনিধি ।

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বর্জ্য সংগ্রহকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রকল্প কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ইয়ুথ চ্যাম্পিয়ান অফ দ্যা এনভায়রনম্যান্ট’ ২০২২ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের সম্মাননা প্রদান।

প্লাষ্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সচেতনতাবৃদ্ধিতে স্কুল ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মতবিনিময় সভা ।

ইপসা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প কার্যক্রমের আলোকচিত্র

বর্জ্য সংগ্রহকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণে অংশ নেন ২১নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শৈবাল দাশ সুমন

গৃহস্থালী পর্যায়ে বর্জ্য পৃথকীকরণে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে প্রকল্পের লিফলেট বিতরণ করছেন ১১নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোহাম্মদ ইসমাইল

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জনসচেতনা বৃদ্ধির কৌশল হিসেবে ধর্মীয় নেতাদের সাথে পরামর্শ সভা।

কর্ণফুলী নদীকে প্লাস্টিক দূষণ মুক্ত করতে, আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবসে যুবদের নিয়ে বিশেষ ক্যাম্পেইন।

ইপসা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প কার্যক্রমের আলোকচিত্র

নগরীর চান্দঁগাও আবাসিক এলাকার বর্জ্য সংগ্রহকারীদের মাঝে সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ।

রিক্যুভারী এপ্রোচে বর্জ্য সংগ্রহকারীরা ল্যান্ডফিল্ড থেকে প্লাষ্টিক বর্জ্য সংগ্রহ করছেন।

গৃহস্থালী হতে সংগৃহীত বর্জ্য পৃথকীকরণ ও পরিবহন এবং সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন ও রিসাইকেলের উদ্দেশ্যে প্রেরণ ।

চট্টগ্রাম রিসাইক্লিং প্লাষ্টিক ব্যবসায়ী সমিতির সাথে সংগ্রহীত প্লাষ্টিক বর্জ্য রিসাইকেলকরণে মতবিনিময় সভা।

ইপসা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প কার্যক্রমের আলোকচিত্র

বর্জ্য সংগ্রহকারীদের সিংগেল ইউজ প্লাস্টিক (পলিথিন) সংগ্রহে উৎসাহ বৃদ্ধিতে প্রকল্পের পক্ষ হতে প্রণোদনা প্রদান।

বর্জ্য সংগ্রহকারীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমাতে প্রকল্পের পক্ষ হতে বর্জ্য সংগ্রহকারীদের (সেবক) নিরাপত্তা সামগ্রী প্রদান।

ইপসা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন গ্রহণ করছেন মুহাম্মদ আবুল হাশেম, উপ -সচিব. প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, পিএস টু মেয়র. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ।

সর্বোচ্চ প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের পক্ষ হতে বেস্ট ওয়েস্ট পিকারকে সম্মাননা প্রদান।

ইপসা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সচেতনতা বার্তা

ইপসা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সচেতনতা বার্তা

সম্মানিত নগরবাসী

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ইপসার পক্ষ হতে সালাম ও শুভেচ্ছা জানবেন।

আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, ইপসা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে। উক্ত প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো প্লাস্টিক ও পলিথিন বর্জ্য পৃথকীকরণে গৃহস্থালি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, বর্জ্য সংগ্রহকারীদের প্লাস্টিক ও পলিথিন বর্জ্য সংগ্রহে অনুপ্রাণিত করা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ওয়ার্ডভিত্তিক মডেল তৈরি করা, সরকারের এ্যাকশান প্ল্যান ফর প্লাস্টিক ম্যানেজমেন্ট (২০২১-২০৩০) বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা, বাজারে ভার্জিন প্লাস্টিকের অনুপ্রবেশ কমিয়ে আনা এবং চট্টগ্রাম শহরের পরিবেশ উন্নত করা।

আপনারা অবগত আছেন যে, প্লাস্টিক এবং পলিথিন একটি অপচনশীল দ্রব্য। এটি সহজে মাটিতে মিশে না। যত্রতত্র প্লাস্টিক পলিথিন ফেলার কারণে নগরে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবং সামান্য বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। এই অবস্থার নিরসনে আপনার সচেতনতাই পারে নগরের পরিবেশ উন্নত করতে। আমরা নগরবাসী এখন থেকে যেখানে সেখানে ময়লা ফেলবো না। নির্ধারিত স্থানে ময়লা ফেলবো। বাসা-বাড়িতে পচনশীল বর্জ্য যেমন তরি-তরকারী, খাবারের উচ্ছিষ্ট ও অপচনশীল বর্জ্য যেমন-প্লাস্টিক, পলিথিন ও অন্যান্য আলাদা আলাদা পাত্রে রাখবো এবং এলাকার নির্ধারিত ময়লা সংগ্রহকারী বা সেবকদেরকে বর্জ্য প্রদান করবো।

প্লাস্টিক ও পলিথিন পুনঃব্যবহারযোগ্য এবং এগুলোর বাজার মূল্য রয়েছে। আসুন, সকলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে সহযোগিতা করি এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলি মেনে চলি।

১. বাসায় পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য/ময়লা পৃথকভাবে রাখার অভ্যাস গড়ে তুলি।
২. প্লাস্টিক-পলিথিন বর্জ্য/ময়লা পৃথক করে বর্জ্য সংগ্রহকারীদের প্রদান করি।
৩. নির্ধারিত স্থানে বর্জ্য/ময়লা ফেলি।
৪. বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিয়মাবলী মেনে চলি।
৫. যত্রতত্র, খোলা স্থানে, নালা-নর্দমা, খাল এবং রাস্তায় বর্জ্য ফেলব না।
৬. নগরের পরিবেশ উন্নতকরণে ভূমিকা রাখি।

বাস্তবায়নে : ইপসা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
সহযোগিতায় : চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড
www.ypsa.org